

পাতঞ্জল দর্শন।

(পূজ্যপাদ মহর্ষি পতঞ্জল কৃত)

ও

মণিরত্নমালা।

(শ্রীমৎ পরমহংস শঙ্করাচার্য্য কৃত)



[দুই খানি গ্রন্থের মূল ও বঙ্গভাষায়

“ভাবার্থ বোধিনী” নামে

ব্যাখ্যা

কলিকাতা



৩ নং বীডন স্কয়ার নূতন কলিকাতা যন্ত্রে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৭।



পাতঞ্জল দর্শন ।

সমাধি-পাদ ।

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

হিরণ্যগর্ভ এবং অশ্বাত্থ মহাত্মা কথিত যোগশাস্ত্র বলা
যাইতেছে ॥ ১ ॥

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধের নাম যোগ ॥ ২ ॥

তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপে বস্তুস্থানম্ ॥ ৩ ॥

চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে দ্রষ্টা * স্বরূপে অবস্থিত হন ॥ ৩ ॥

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

সেই অবস্থিতিকালে আত্মার স্বরূপ অপ্রচ্ছন্ন থাকে ।
চিত্তবৃত্তির অশ্রু কোন সময়ে তিনি নানা মনোবৃত্তির সহিত
যুক্ত থাকার, তৎস্বরূপ অপ্রকাশিত থাকে ॥ ৪ ॥

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতর্য্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চপ্রকার মনোবৃত্তি । সেই পঞ্চপ্রকার আবার বিধা
উক্ত হইয়াছে । এক প্রকারের নাম ক্লিষ্ট + এবং অপর
চারটির নাম অক্লিষ্ট ‡ ॥ ৫ ॥

দ্রষ্টা । + ক্লেশদায়ক । ‡ ক্লেশ বিনাশক ।

প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতিয়ঃ ॥ ৬ ॥

প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতিকেই পঞ্চপ্রকার
মনোবৃত্তি বলা যায় ॥ ৬ ॥

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

প্রমাণবৃত্তির অন্তর্গত প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম ॥ ৭ ॥

বিপর্যয়োমিথ্যাজ্ঞানমতদ্রুপ প্রতিষ্ঠম্ । ৮ ॥

যাহা ভ্রমাত্মক মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রম অপনীত হইলে, যে জ্ঞান
স্থায়ী হয় না, সেই জ্ঞানকে বিপর্যয় বলে ॥ ৮ ॥

শব্দজ্ঞানানুপাতীবস্তু শূন্যোবিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

বস্তু না থাকিলেও তদ্রূপাত্মক শব্দজনিত যে, এবশ্প্রকার
মনোবৃত্তি স্ফূর্তিত হয়, সেই মনোবৃত্তিকে বিকল্প বলিলে ভুল
হয় না • ॥ ৯ ॥

অভাবপ্রত্যয়াবলম্বনাবৃত্তিনিদ্রা ॥ ১০ ॥

অজ্ঞান অবলম্বিত সপ্রকাশ মনোবৃত্তিই নিদ্রা ॥ ১০ ॥

অনুভূতবিষয়াসম্প্রায়োষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

প্রত্যেক অনুভূত বিষয়ই চিত্তে অঙ্কিত হইয়া আছে,
ঐ প্রকার অঙ্কিত হইয়া থাকারই অপর নাম স্মৃতি ॥ ১১ ॥

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ ॥

অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের সাহায্যে প্রত্যেক মনোবৃত্তিই
নিরুদ্ধ হইতে পারে ॥ ১২ ॥

ধ পুন্প না থাকিলেও উহা বলিবামাত্র ভোমা
মনে এক প্রকার বৃত্তির উদয় হয় ।

তত্র স্থিতৌ যত্নোহভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

চিন্তা হির কস্মিনবার জঁন্ত, রজতমোহুত্তিশূন্ত যে যত্ন, তাহা-
কেই অভ্যাস কহা যায় ॥ ১৩ ॥

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যাসংকারা

সেবিতৌ দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥

প্রযত্নসহকারে মনোনিবেশপূর্ব্বক দীর্ঘকাল ঐ প্রকার
অভ্যাস করিতে করিতে তবে তাহা স্থাৱ ও নিশ্চল হয় ॥ ১৪ ॥

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণা

বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যাম্ ॥ ১৫ ॥

যাহার সমস্ত শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে,
যিনি সমস্ত দৃষ্টবিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়াছেন, তাহারই বশীকার
সংজ্ঞক বৈরাগ্য জন্মিয়াছে ॥ ১৫ ॥

তৎপরং পুরুষখ্যাতে গুণবৈতৃষ্ণ্যাম্ ॥ ১৬ ॥

পরমবৈরাগ্য ক্ষুরিত হইলে, প্রকৃতি পুরুষ যে পরস্পর
অভেদ নয়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞানপ্রভাবে
প্রাকৃতিক গুণনিচয়ের প্রতিও বীতস্পৃহ হইতে হয় ॥ ১৬ ॥

বিতর্কবিচারানন্দান্বিতানুগমাৎ সম্প্রজাতঃ ॥ ১৭ ॥

যে সংশয় বিপর্য্যয় বিরহিত সম্প্রজাত সূমাধিবলে ভাবা-
বস্ত্তবিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না, বিতর্ক বিচার, আনন্দও অগ্নিতা
ক্রমে তাহা চারিভাগে বিভক্ত ॥ ১৭ ॥

বিরাগপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোহন্যঃ ॥ ১৮ ॥

এবং বৈরাগ্যবশতঃ বধন সমস্ত চিন্তাবৃত্তির নিবৃত্তি হয়,

তখন চিত্ত প্রত্যেক সংস্কার পরিশূন্য হয়, সেই অবলম্বনরহিত অপূৰ্ণ অবস্থাকেই অসম্প্রজাত সমাধিবলা যায় ॥ ১৮ ॥

ভব প্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্ ॥ ১৯ ॥

সম্প্রজাত সমাধিমূলক বিদেহলয়, কিম্বা প্রকৃতিলয় উভয়ই মুক্তির কারণ হয় না। যেহেতু উভয়ই অবিদ্যা পরিশূন্য নহে। নিদ্রার পরে জাগরণ হইলে যেমন, নানা কার্যে ব্যাপ্ত থাকিতে হয়, তদ্রূপ ঐ উভয়বিধ অনাময়লয়ের পরেও চিত্ত পুনঃপুনঃ সাংসারিক ব্যাপারে আসক্ত হয় ॥ ১৯ ॥

শ্রদ্ধাবীৰ্য্যস্মৃতিসমাধিশ্রজ্ঞাপূৰ্ব্বকইতরেষাম্ ॥ ২০ ॥

যিনি যোগ সম্বন্ধীয় শ্রদ্ধা, বীৰ্য্য, স্মৃতি, সমাধিবলে অতুল প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, তিনিই মুক্ত হইয়াছেন। কোন প্রাকৃতিক প্রলোভন আর তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে না। তিনিই বিদেহলয় এবং প্রকৃতিলয় বিহীন উপায় প্রত্যক্ষীল নিতামুক্ত যোগী হইয়াছেন। তিনিই চিরকালের জগৎ স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥ ২০ ॥

তীত্রসম্বেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

তীত্র কার্য্যশক্তিসম্পন্ন সংস্কারের নাম সম্বেগ। তীত্র সম্বেগশালী যোগীরই শীঘ্র সমাধি হয় ॥ ২১ ॥

মূহুমধ্যাধিমাত্রাত্ততোহপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

মূহু, মধ্য ও অধিমাত্র ভেদে তিন প্রকার সম্বেগ আছে। মূহু সম্বেগশীল যোগীর সমাধি বিলম্বে হয়। মধ্য সম্বেগবিশিষ্ট হইলে তদপেক্ষা শীঘ্র হয়। বাহার অধিমাত্র সম্বেগ হইয়াছে, অতি শীঘ্রই তিনি সমাধিমগ্ন হন ॥ ২২ ॥

ঈশ্বর প্রণিধানাচ্ছ ॥ ২৩ ॥

তত্ত্বভক্তি সহকারে ঈশ্বরের অর্চনা করিলেও সম্প্রজাত
সমাধির অধিকারী হওয়া যায় ॥ ২৩ ॥

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ

পুরুষবিশেষঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

যে পরমপুরুষকে, ক্লেশ, কর্ম, বিপাক • এবং আশ্রয়
অধীন করিতে পারে না, যিনি সর্বদা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র,
তিনিই ঈশ্বর ॥ ২৪ ॥

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্ ॥ ২৫ ॥

যিনি ঈশ্বর, তিনি সর্বজ্ঞ । তাঁহাতে নিরতিশয় সর্বজ্ঞত্ব-
বীজ নিহিত আছে ॥ ২৫ ॥

স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

তিনি ব্রহ্মা এবং সমস্ত দেবগণের ও গুরু । তিনি চির-
কাল আছেন ॥ ২৬ ॥

তস্মৈ বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

তিনি ওঙ্কারের বাচ্য । তাঁহার নাম ওঁ ॥ ২৭ ॥

তজ্জপস্তদর্থং ভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

ঈশ্বরবাচক প্রণব জপ করিতে করিতে, সেই ঈশ্বরবাচক
প্রণবের অর্থ ভাবিতে ভাবিতে একান্ত হওয়া যায় । সম্যক
একাগ্রতার উদয়ে সমাধি হয় ॥ ২৮ ॥

ততঃ প্রত্যক্চেতনধিগমোহপ্যস্তুরায়াভাবশ্চ ॥২৯॥

নিয়ত প্রণব জপ এবং তদর্থ ভাবনা করিলে, সমস্ত যোগ-
বিষয়ই অপসারিত হয় ৬ ক্রমে সমলচিত্ত অমল হয়। নিজ
দেহের মধ্যে যে আত্মা আছেন, তাঁহাকে জানা যায়, তাঁহাকে
জানিলে স্বভাবতঃ সমাধিশক্তির ক্ষুরণ হয় ॥ ২৯ ॥

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালম্ব্যাবিরতি ভ্রান্তিদর্শনালক
ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানিচিত্তবিক্ষেপাস্তেহস্তুরায়াঃ ॥৩০॥

ব্যাধি, স্ত্যান, • সংশয়, প্রমাদর আলম্ব্য, অবিরতি †
ভ্রান্তিদর্শন § অলকভূমিকত্ব এবং অনবস্থিতত্ব, ॥ প্রভৃতি
বিষয় বিষয়নিচয় প্রভাবে সমাধি লাভ করা যায় না। ঐ সকল
চিত্ত বিক্ষেপের বিশেষ অন্তরায় ॥ ৩০ ॥

দুঃখদৌর্গম্যনশ্বাস্ত্রমেজয়ত্ব-

শ্বাসপ্রশ্বাসাবিক্ষেপসহ ভুবঃ ॥ ৩১ ॥

দুঃখ, শারীরিক ক্লম, শ্বাস, প্রশ্বাস এবং ইচ্ছার ব্যাঘাত-
জ্ঞানত ক্ষোভ হইতে যে মনোবিকার উপস্থিত হয়, তাহা সমাধি
সংক্ষেপে মহাবিষয় ॥ ৩১ ॥

* • সমাধিস্থ হইবার ইচ্ছার অভাব না থাকিলেও তাহা
কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতার অভাবেব নাম স্ত্যান।

† উদাসীন ভাব, নিরুদ্যম ভাব।

‡ অনিবার্য্য বিষয়াশক্তি।

§ ভ্রান্তিমূলক অনিত্যজ্ঞান।

॥ নানা বিষয় বশতঃ যোগশক্তির অপ্রাপ্তি। চিত্ত-
চাক্ষুঃ।

তৎপ্রতিষেধাথেনেকতত্ত্বভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

ঐ সকল প্রতিষেধক হইতে নিষ্কৃতি পাটবার জন্য এক মাত্র ঈশ্বরের ধ্যান করিতে হইবে, একাগ্রভাবে একমাত্র ঈশ্বরের ধ্যানই অভ্যাস করিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যা-
পুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাত্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্তেব সুখে সুখবোধ হইলে, অন্তের দুঃখে দয়া হইলে, অন্তের পুণ্যে হর্ষ হইলে এবং অন্তের পাপে উপেক্ষা করিলে, চিত্তে যে এক অপূৰ্ণ অমল ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহার তুলনা নাই। সে ভাব প্রফুল্লতাময় চিত্তপ্রসাদ। সেই ভাবময় চিত্তপ্রসাদই সমাধির জনক ॥ ৩৩ ॥

প্রচ্ছদনবিধারণাভ্যাং প্রাণশ্চ ॥ ৩৪ ॥

পুনঃপুনঃ বহির্কায় আকর্ষণপূৰ্ণক সাধ্যামুসারে অন্তরে ধারণ করিয়া পশ্চাৎ পরিত্যাগ করিলেও চিত্তস্থির হইজে পারে। চিত্ত স্থির হইলে একাগ্র হওয়া যায় ॥ ৩৪ ॥

বিষয়বত্তী বা প্রবৃত্তিরূপমা-

মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী ॥ ৩৫ ॥

দিব্যজ্ঞানময়ী সৰ্ববিষয়বত্তী প্রবৃত্তি প্রভাবে সৰ্বতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া, সৰ্বতত্ত্বময়চিত্ত করিতে পারিলেও তাহা স্থস্থির হয়, সেই স্থস্থির চিত্ত এরূপ স্থনির্দগ হয় যে, তৎপ্রভাবে দিব্য গন্ধ আশ্রাণ করা যায়। দিব্য শব্দ শ্রবণ করা যায়। দিব্য রস আশ্বাদন করা যায়। দিব্য রূপ দর্শন করা যায়। দিব্য সুখ

অমুভব করা যায় । এই সকল ফল প্রত্যক্ষ করিলে স্বভাবতঃ
আরও যোগামুখীলনে চিত্ত সুদৃঢ় হয় ॥ ৩৫ ॥

বিশোক্য বা জ্যোতিষতী ॥ ৩৬ ॥

মনোস্থির হইলে এক প্রকার অপরূপজ্যোতিঃ দর্শন হয় ।
সে জ্যোতির তুলনা নাই । তাহা যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,
তিনি চিরকালের জন্য অশোক হইয়াছেন । তিনি সেই
জ্যোতিষতী সাত্বিকীবুদ্ধিপ্রভাবে সম্প্রজাত সমাধির অধিকারী
হইয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

বীতরাগবিষয়ং বাচিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

পরমবৈরাগীদিগের বৈরাগ্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা
ও চিন্তা করিলে চিত্ত স্থির হয় । চিত্ত স্থির হইলে সম্প্রজাত
সমাধির আর বিলম্ব থাকে না ॥ ৩৭ ॥

স্বপ্ননিদ্রা জ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে কোন দিব্যমূর্ত্তি দর্শন, অথবা
অপ্রাকৃত সুখামুভব হইলে, জাগ্রিবামাত্র যদি সেই দিব্যমূর্ত্তি এবং
অমূর্ত্তসুখ চিন্তা করা যায়, তাহা হইলেও একাগ্রচিত্ত
হওয়া যায় ॥ ৩৮ ॥

যথাভিমতধ্যানাদ্বা ॥ ৩৯ ॥

নিজের অভিমত যে কোন দিব্যবস্তু ধ্যান কর না কেন,
তৎপ্রভাবে অবশ্যই একাগ্রশক্তি প্রবল হইবে ॥ ৩৯ ॥

পরমাণুপরমমহাত্মাস্তোহস্তু বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

উক্ত অভ্যাসগুলি দ্বারা সূনির্খল স্থিরচিত্ত হইলে, পরমাণু
হইতে পরম মহৎ পরমাত্মাকে পর্য্যন্ত বশে আনা যায় ॥ ৪০ ॥

ক্ষীণ বৃত্তের ভিত্তিতে মনোহর হিড়গহণ
গ্রাহ্যে তৎস্থতদগ্ধনতাসমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

অতি হুল হইতে যখন অতি হুল বন্ধতে পর্যন্ত মনোহর
করিবার সামর্থ্য হইবে, তখন ঈশ্বরে মনোহর হইবে। তখন
কোন বন্ধতে, কোন ভাবে মনোহর করিতে হইলেই, বিয়
উপস্থিত হইবে না। তখন সম্যক্ প্রকারে মনোবশ হইবে। তখন
আর একাগ্রতা অভ্যাসের প্রয়োজনও হইবে না। তখন কোন
হুল কিম্বা হুল জের অবলম্বনে মনোহর করিবার চেষ্টা করিতে
হইবে না, তখন নির্মল ক্ষুদ্রিক যেমন, যখন যে বর্ণের, যে পদা-
র্থের সন্নিহিত করা হয়, তখন তাহা যেমন সেই বর্ণের সেই
পদার্থে রঞ্জিত হইয়া যায়। তদ্রূপ অদ্বৈত একাগ্রতাবলে
নিবৃত্তিক নির্মলচিত্তও সর্ববন্ধতে, সর্ববিষয়ে এমন কি ঈশ্বরে
পর্যন্ত নিবেশিত হইতে পারে। এবং তদ্বিনশন ফলভোগও
করিতে পারে * ॥ ৪১ ॥

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতৰ্কা ॥ ৪২ ॥

ঐ সকল সমাপত্তির + মধ্যে যে সমাপত্তিশব্দ অথবা যে
সমাপত্তির অর্থ ধাতার স্পষ্ট বোধ হয় না, সেই সমাপত্তির নামই
সবিতর্ক সমাধি ॥ ৪২ ॥

* কাষ্ঠ অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইলে, অগ্নির দ্বারা কাষ্ঠও
দাহ করে। তখন অগ্নি যে সকল ফলভাগী, কাষ্ঠও সেই সকল
ফলভাগী হয়।

+ সমাপত্তি অর্থে তদ্ব্যবস্থা।

স্মৃতিপরিপূর্ণো স্বরূপশূন্যে

বার্থমাত্রনির্ভাসানির্বির্তকঃ ॥ ৪৩ ॥

খ্যাতা ; ধোয়বস্ত্রবৎচক শব্দার্থ বিস্তৃত হইলে, কেবল মাত্র তাঁহার চিন্তে ধোয় প্রকাশিত থাকে না। সেই কেবল মাত্র ধোয়বস্ত্রের প্রকাশকেই নির্বির্তক সমাধি বলা যায় ॥ ৪৩ ॥

এতয়ৈব সবিচারঃ নির্বিচারঃ চ

সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখাতা ॥ ৪৪ ॥

কথিত সবির্তক নির্বির্তক সমাধির ব্যাখ্যা দ্বারা সূক্ষ্মবিষয়ক সবিচার নির্বিচার সমাধিও নির্ণয় করা হইয়াছে ॥ ৪৪ ॥

সূক্ষ্মবিষয়ত্বকালিক পর্যাবসানম্ ॥ ৪৫ ॥

সূক্ষ্মবিষয়ক সবিচার ও নির্বিচার সমাধি, প্রকৃতি অতিক্রম করিতে পারে না। প্রকৃতি পর্য্যন্তই তাঁহাদের সীমা ॥ ৪৫ ॥

তা এব সৰ্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

ঐ সকল সমাধি সৰ্বীজসমাধির * অন্তর্গত ॥ ৪৬ ॥

নির্বিচার বৈশারদ্যেহধ্যাত্মপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

নির্বিচার সমাধিপ্রভাবে সুবিমলচিত্ত হইলে, সর্ব প্রকাশক অধ্যাত্মপ্রসাদ লাভ হয়। সেই অধ্যাত্মপ্রসাদেরই অপর নাম অধ্যাত্মবিজ্ঞান † ॥ ৪৭ ॥

* যে সকল সমাধির অবসানে পুনর্বার সংসারশক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহারাই সৰ্বীজনামে অভিহিত হইয়াছে।

† অধ্যাত্ম বিজ্ঞান।

তত্র ঋতন্তরা প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

সেই অধ্যাত্মপ্রসঙ্গবলে ঋতন্তরা প্রজ্ঞা • স্মৃতিত হয় ॥ ৪৮ ॥

ঐতানুমান প্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

ঐতানুমানজাত, † অথবা অন্য কোন প্রকার প্রজ্ঞাই সৰ্বজ্ঞানময়ী সৰ্বতত্ত্বপ্রকাশিকা সৰ্বশক্তিশালিনী ঋতন্তরাপ্রজ্ঞার সমতুল্য নহে । ঋতন্তরাই সৰ্বশ্রেষ্ঠ । তাহার সহিত অন্য কোন প্রজ্ঞারই তুলনা হইতে পারে না ॥ ৪৯ ॥

তচ্ছঃ সংস্কারোহন্য সংস্কার প্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

তৎপ্রসূত সংস্কার বলে সমস্ত পূৰ্বসংস্কারই বিনষ্ট হয় ॥ ৫০ ॥

তস্মাপি নিরোধে সৰ্বনিরোধাম্বির্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১ ॥

তৎপ্রভাবে সমস্ত পূৰ্বসংস্কার বিনষ্ট হইলে, তাহাও নিরুদ্ধ হয় । তাহা নিরুদ্ধ হইলে, সৰ্বনিরোধক নির্বীজসমাধির আবির্ভাব হয় । নির্বীজ সমাধি ‡ হইলে, চিত্ত সৰ্ববৃত্তি শূন্য হয় । তখন তাহার কোন গুণ, কোন ক্রিয়া থাকে না, তখন তাহা আপনার প্রসূতি মূল প্রকৃতিতে লয় হয় । তখন আত্মাও নিগুণ নিষ্ক্রিয় হইয়া কেবল মাত্র হন ॥ ৫১ ॥

ইতি সমাধিপাদ ।

যে প্রজ্ঞাবলে কেবল সত্যই প্রকাশিত হয় । ঋত অর্থে সত্য ।

† ঐতানুমানজাত প্রজ্ঞাকেই ইন্দ্রিয়জনিত প্রজ্ঞাও অনুমানপ্রসূত প্রজ্ঞা বলা যায় ।

‡ বীজশূন্য সমাধি । যে সমাধিতে চিত্তের সমস্তজাত বৃত্তি-টারও অভাব হয় ।

সাধন-পাদ ।

—*—

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

তপস্তা, স্বাধ্যায় * এবং ঈশ্বর প্রণিধানকেই + ক্রিয়া-
যোগ বলা যায় ॥ ১ ॥

স সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥

ঐ ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত তপস্তা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণি-
ধান অভ্যাস করিতে করিতে নানাপ্রকার ক্লেশের ক্ষয় হইতে
থাকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সমাধির অমুকূলশক্তিও বৃদ্ধি হইতে
থাকে ॥ ২ ॥

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বेषাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশই পঞ্চপ্রকার
ক্লেশের পঞ্চনাম ॥ ৩ ॥

অবিদ্যা ক্লেত্রমুক্তরেষাং

প্রস্তুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারানাম্ ॥ ৪ ॥

অবিদ্যা হইতেই অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ উৎ-
পন্ন হয়। উহারা সঙ্কল সময়ে একভাবে থাকিয়া কখন প্রস্তুপ্ত

* ঈশ্বরবোধক নানা শব্দের জপ, অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন
ও বেদাভ্যাসে রত হওয়ারকেই স্বাধ্যায় বলা।

+ কামনাশূন্য হইয়া একাগ্রতার সহিত ঈশ্বরকে ভক্তি
প্রজ্ঞা করার নামই ঈশ্বরপ্রণিধান।

* কখন স্মরণ, কখন বিজ্ঞান, † এবং কখন বা উদারভাবে ‡ চিন্তে বিরাজিত রহে ॥ ৪ ॥ ১০

অনিত্যাশুচিদুঃখানাস্থনিত্য-

শুচিস্থখানাস্থ্যাতিরবিদ্যা ॥ ৫ ॥

অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, দুঃখকে স্থখ এবং অনাস্থাকে আস্থাবোধ করাই অবিদ্যা ॥ ৫ ॥

দৃক্ দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা ॥ ৬ ॥

দৃকশক্তির § সহিত দর্শনশক্তি ¶ অভেদ নয়, অথচ উভয়ে অভেদ বলিয়া যে বোধ হয়, সেই বোধের নামই অস্মিতা ॥ ৬ ॥

স্থখানুশয়ী রাগঃ ॥ ৭ ॥

পূর্বানুভূত স্থখস্মৃতি অনুসারে, সেইরূপ স্থখভোগের পুন-
রেচ্ছাই রাগ ॥ ৭ ॥

দুঃখানুশয়ী ঘ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

অনুভূত দুঃখ স্মরণ পূর্বক পুনর্বার আর তাহা ভোগ না
করিতে হয়, এরূপ বীভূতরাগের সহিত তন্নিবারণের যে আন্তরিক
চেষ্টা, তাহারই নাম ঘ্বেষঃ ॥ ৮ ॥

স্বরসবাহী বিদুমোহপি তথারূঢ়োহভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

পুনঃপুনঃ স্তূত্যানুগা ভোগ করার, বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সমস্ত

* অব্যক্ত । † বিচ্ছেদবিশিষ্ট ।

‡ উদার ভাব অর্থে ক্রিয়মান ভাব ।

§ দৃকশক্তি অর্থে আত্মা ।

¶ বুদ্ধিতত্ত্বকেই দর্শনশক্তি বলা যায় ।

জীবের মনোমধ্যেই সেই সকল মৃত্যুযন্ত্রণা সম্বন্ধীয় রাশি রাশি সংস্কাররূপ স্মৃতি হইতে যে মস্তিষ্কার অনিচ্ছা ক্ষুণ্ণিত হয়, তাহাকেই অভিিনিবেশ বলা যাইতে পারে ॥ ৯ ॥

তে প্রতিগ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

ক্রিয়াযোগ প্রভাবে ঐ পঞ্চপ্রকার ক্লেশই নিস্তেজ হইতে থাকে । তৎপরে সমাধি হইলে নিস্তেজ ক্লেশগুলিও অন্তর্হিত হয় ॥ ১০ ॥

ধ্যানহেয়াস্তবৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

কেবল ধ্যানের দ্বারা ঐ সকল ক্লেশের সূখ, দুঃখ, মোহ, প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ক্ষীণ হইতে পারে ॥ ১১ ॥

ক্লেশমূলঃ কৰ্ম্মাশয়োদৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

ক্লেশই দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয় কৰ্ম্ম প্রবৃত্তির কারণ । যে সকল ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম কৰ্ম্ম জীবের বর্তমান জন্মে বেদনার কারণ হয়, তাহারাই দৃষ্টজন্মবেদনীয় । আর যাহারা ভবিষ্যৎ কোন জন্মে বেদনার কারণ হয়, তাহারাই অদৃষ্টজন্মবেদনীয় ॥ ১২ ॥

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যাযুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

ক্লেশ থাকিলেই ক্লেশ হইতে উৎপন্ন কৰ্ম্মাশয়ের জন্ম, মরণ, জাতি প্রভৃতি বিবিধ ফল ও থাকিবে ॥ ১৩ ॥

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুভ্যাং ॥ ১৪ ॥

সুখ দুঃখই জাতি এবং জন্ম মরণ প্রভৃতির ফল । কারণ উহারা পুণ্যাপুণ্যরূপ কৰ্ম্মাশয়নামক কারণ হইতে প্রোদ্বৃত্ত হয় ॥ ১৪ ॥

পরিণামতাপসংস্কার দুঃখৈত্ত্বগ্ৰন্থতি

বিরোধাচ্চ সৰ্ব্বম্বেষ দুঃখং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

বর্তমান পরিভাষণে দুঃখ ভবিষ্যৎ সংস্কাররূপ দুঃখে পরিণত হয় দেখিয়া, ত্রিগুণের পরস্পর বিরোধ ভাব দেখিয়া, স্বপ্নের পরিণাম দুঃখ এবং দুঃখের পরিণাম স্বপ্ন দেখিয়া বিবেকী মহাপুরুষেরা সমস্তই দুঃখ এবং দুঃখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু নির্দাক্ষণ মোহবশতঃ অবিবেকী ব্যক্তিদিগের ঐ প্রকার ধারণা হয় না ॥ ১৫ ॥

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

ভবিষ্যতে আর না দুঃখ হয়, এরূপ চেষ্টা করা কৰ্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগোহেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

আত্মার সহিত বুদ্ধির সংযোগই দুঃখের কারণ ॥ ১৭ ॥

প্রকাশক্রিয়ান্বিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়ান্নকং

ভোগাপবর্গার্ধং দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

প্রকাশশীল সব, ক্রিয়াশীল রসঃ এবং স্থিতিশীল তমঃ-
গুণান্নক প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পঞ্চভূত এবং
ইন্দ্রিয়গণ দৃশ্য এবং তাহারা সকলেই দ্রষ্টা পুরুষের ভোগ ও
মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপৰ্ব্বানি ॥ ১৯ ॥

ত্রিগুণান্নক প্রকৃতি বিশেষ অবশেষ, লিঙ্গ এবং অলিঙ্গ-
নামক চতুর্বিধ অবস্থাক্রমে বিকাশিত হন। পঞ্চভূত এবং
ইন্দ্রিয়গণই প্রকৃতির বিশেষ অবস্থার অন্তর্গত। অবিশেষ

অবস্থার অন্তর্গত সূক্ষ্মতম ভূত সকল এবং অহঙ্কার । প্রকৃ-
তির আদি কার্য্য মহতর্কই লিঙ্গা শক্তি সমষ্টিরূপ অবিকৃত
মূল প্রকৃতিই অলিঙ্গ নামে অভিহিত হন ॥ ১৯ ॥

দ্রষ্টা দৃশ্যমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥ ২০ ॥

বুদ্ধির সহিত একীভূত হইলে অদ্রষ্টা শুদ্ধাত্মাকে দ্রষ্টা বলা
হয় । বাস্তবিক তিনি জ্ঞানাদিধর্ম্ম বর্জিত, শুদ্ধ চিন্মাত্রপুরুষ ।
তাঁহার কোন প্রকার অন্তথা ভাব নাই । কেবল বুদ্ধি সংযো-
গেই নানা প্রকার পরিণাম ও বিকৃতি সংঘটিত হয় ॥ ২০ ॥

তদর্থ এব দৃশ্যমাত্মা ॥ ২১ ॥

চতুর্কিণ অবস্থাসম্পন্ন প্রকৃতি নানারূপে পরিণত হইয়া,
বুদ্ধি সমন্বিত চিদাত্মার ভোগ্য হইতেছেন । কিন্তু যিনি প্রকৃ-
তির পরিণাম তব অবগত হইয়া সাবধান হইয়াছেন, তাঁহাকে
আর প্রকৃতিতে রত হইতে হয় না । তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি
অদৃশ্য ॥ ২১ ॥

কৃতার্থঃ প্রতিনষ্টমপ্যনষ্টঃ তদনুসাধারণত্বাৎ ॥ ২২ ॥

প্রকৃতিতত্ত্বজ বিবেকজ্ঞান সম্পন্ন চিদাত্মার পক্ষে প্রকৃতি
অদৃশ্য এবং নষ্ট প্রায় হইলেও অবিবেকী অমুক্ত পুরুষের
সমক্ষে তিনি অদৃশ্য অথবা নষ্ট প্রায় নন । ঐ প্রকার অবিবেকী
অমুক্ত পুরুষকে সম্পূর্ণ অধীনে রাখেন ॥ ২২ ॥

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥

পুরুষ প্রকৃতির পরম্পর সংযোগই উভয়ের স্বরূপ উপলব্ধির
কারণ ॥ ২৩ ॥

তস্ম হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

সংযোগের হেতু অবিদ্যা ॥ ২৪ ॥

তদভাবেৎসংযোগাভাবোহানন্তদ্দশৈঃকৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

অবিদ্যার অভাব হইলে, পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগেরও অভাব হয় । সংযোগের অভাব হইলে পুরুষ কেবল শুদ্ধ চিদাত্মা হন, তখন তাঁহার কৈবল্য হয় । কৈবল্যই প্রকৃত মুক্তি ॥ ২৫ ॥

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সত্যজ্ঞান প্রদায়িনী বিবেক প্রসূত প্রজ্ঞাই অবিদ্যা ত্যাগের প্রধান উপায় ॥ ২৬ ॥

তস্ম সপ্তধা প্রাপ্তভূমিঃ ॥ ২৭ ॥

সেই প্রজ্ঞার সাত প্রকার অবস্থা ॥ ২৭ ॥

যোগাস্থানুষ্ঠানাদবিশুদ্ধিকরয়েজ্ঞান-

দীপ্তিরাবিবেক খ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥

কয়েকটি যোগাস্থানের অনুষ্ঠান প্রভাবে অনোমালিগুণ ক্ষয় হইলে, জ্ঞানদীপ্তিময়ী বিবেক প্রসূত প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয় ॥ ২৮ ॥

যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যান

সমাধয়োক্তাবস্থানি ॥ ২৯ ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি, এই অষ্ট প্রকার যোগাস্থান ॥ ২৯ ॥

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহায়মাঃ ॥ ৩০ ॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহকেই যম বলা যায় ॥ ৩০ ॥

এতে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ

সার্বভৌমা মহাত্মতম্ ॥ ৩১ ॥

উক্ত পঞ্চ প্রকার যম যদিও জাতি, দেশ, কাল ও সময়
কর্তৃক বিচ্ছিন্ন না হইয়া, সর্বাবস্থায় সমানভাবে আচরিত হয়,
তাহা হইলে উহাদের এক একটিকে মহাত্মত বলা যাইতে
পারে ॥ ৩১ ॥

শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর

প্রণিধানানিনিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা সাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান। এই
পঞ্চপ্রকার অনুষ্ঠানকেই নিয়ম বলা যায় ॥ ৩২ ॥

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥

যোগবিষয় হিংসা প্রভৃতি বিতর্ক নিবারণ করিতে হইলে,
যোগের অনুকূল অবিতর্ক অহিংসা প্রভৃতির যাহাতে দৃঢ়তা
হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হয় ॥ ৩৩ ॥

বিতর্কী হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা

লোভমোহাক্রোধপূর্ব্বিকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা

দুঃখাজানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

লোভ, মোহ এবং ক্রোধ বশতঃই নিজ ইচ্ছাক্রমে অপর
কাহারো অনুরোধে অথবা নিজ অনুমোদনের দ্বারা হিংসা
প্রভৃতি বিবিধ বিতর্ক সম্পাদন করা হইয়া থাকে। ঐ লোভ
মোহ এবং ক্রোধ, মৃদু, মধ্য অথবা উগ্রভাবে উৎপন্ন হয়।
মৃদুভাবে লোভ, মোহ কিম্বা ক্রোধের উদয় হইলে, হিংসা

প্রভৃতি বিতর্কও মুহু হয় । ঐ সকল মধ্যভাবে উদ্ভিত হইলে, হিংসা প্রভৃতি বিতর্কও মধ্য হয় । উহার উগ্রভাবে উদ্ভিত হইলে, হিংসা প্রভৃতি বিতর্কও উগ্র হয় । হিংসা প্রভৃতি বিতর্কবৃত্তি যে কোন প্রকারেই কুরিত হউক না কেন, তাহার হুঃখ অজ্ঞান এবং ঐ উত্তরের অনন্ত ফল উৎপন্ন করে, এই ভাবে ভাবনার নামই প্রতিপক্ষভাবনা । এই প্রতিপক্ষভাবনাবলে, হিংসাদি বিতর্কনিচয়ের দোষ অমু-
সন্ধানে ঐ সকল হইতে যে সকল হুঃখ হয়, তাহাদের আলো-
চনার সমস্ত বিতর্কেরই নিবৃত্তি হয় ॥ ৩৪ ॥

অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসম্মিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

যে মহাপুরুষ সম্পূর্ণ হিংসামুক্ত হইরাছেন, তাঁহার নিকটে হিংস্র বণ্য জন্তুরাও হিংসা পরিত্যাগ করে, তিনি হিংস্র জন্তুদিগের সহবাসেও নিরাপদে অবস্থান করিতে পারেন ॥ ৩৫ ॥

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

সত্যে প্রতিষ্ঠা জন্মিলে, সত্য তির মিথ্যা কথা না কহিলে, বাক্‌সিকি হয় । কেহ বদ্যপি কখন ভক্তি হইবার কোন অনুষ্ঠান না করিয়া থাকেন, অথচ কোন বাক্‌সিক পুরুষ যদি তাঁহার ভক্তি হইবে বলেন, তাহা হইলে সেই ভক্তি প্রাপ্তির অমুকুল কার্য্য সকল না করিয়াও সেই সকল কার্য্যের ফল শ্রুতি লাভ করেন ॥ ৩৬ ॥

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

সম্পূর্ণরূপে চোরা ত্যাগ হইলে, সমস্ত রত্নই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

যিনি নিকাম হইয়াছেন, যিনি বিজিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন, যিনি সৰ্ব্বতোভাবে ব্রহ্মচর্য্যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অতুল বিক্রম, অদ্বুত শক্তিলাভ হইয়াছে। যে শক্তি প্রভাবে কত অলৌকিক কার্য্য করিতে পারেন ॥ ৩৮ ॥

অপরিগ্রহস্থৈর্য্যো জ্ঞানকথস্তাসংবোধঃ ॥ ৩৯ ॥

দৃঢ়রূপে অপরিগ্রহ বৃত্তির ক্ষুরণে যখন সৰ্ব্বতাগ হয়, যখন সকল প্রকার ভোগ বিলাসে বীতরাগ হয়, তখন নিজের সকল জ্ঞানবৃত্তাস্তই সুগোচর হয় ॥ ৩৯ ॥

শৌচাং সাকজুগুপ্সা পরৈপরসঙ্গচ্চ ॥ ৪০ ॥

শৌচ সিদ্ধ হইলে, নিজ শরীর পর্য্যন্ত অশুচি বোধ হয়। সেই জন্ত নিজ শরীরের প্রতি পর্য্যন্ত ঘৃণা ও বীতরাগ হয়। শৌচসিদ্ধের পর পরসঙ্গোচ্ছা ও তাগ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

সব্ধশুদ্ধিসৌমনস্ঠৈকাগ্রেন্দ্রিয়-

জয়াত্মদর্শন যোগ্যত্বানি ॥ ৪১ ॥

বাহ্যশৌচ সিদ্ধ হইয়া, পরে অন্তর শৌচ সিদ্ধ হইলে, সব্ধশুদ্ধি * হয়। সব্ধশুদ্ধি হইতে সৌমনস্ত † হয়। সৌমনস্ত হইতে একাগ্রতা ‡ হয়। ইন্দ্রিয়জয় হইতে আত্মদর্শন-শক্তি § হয় ॥ ৪১ ॥

* অপূৰ্ণ সুধপ্রকাশিনী সাত্ত্বিকী বুদ্ধি শুদ্ধি।

† সৌমনস্ত অর্থে খেদ সম্পর্ক বিহীনা মানসী প্রীতি।

‡ দৈর্ঘ্য।

§ আত্মজ্ঞান।

সন্তোষাদিসুতমঃ সুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

পূর্ণ সন্তোষ হইতে উত্তম সুখ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ হয়, সুখের অপর নাম দিব্যসুখ ॥ ৪২ ॥

কায়েন্দ্রিয়নিষ্কিরিগুচ্ছি ক্রয়াত্তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

কঠোর তপস্তা দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের অগুচ্ছি ক্ষয় হইলে, শরীর ও ইন্দ্রিয়গণ সম্বন্ধেও নিষ্ক হওয়া যায়। তখন শরীর ও ইন্দ্রিয়গণকে নিজ বশে আনা যায়। নিজ ইচ্ছা-মুসারে শরীরকে অতি স্থূল কিম্বা অতি সূক্ষ্ম করা যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়দিগকে সুদূরবর্তি অতি সূক্ষ্ম বাবহিত পদার্থ নিচয়ে ও নিয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ৪৩ ॥

স্বাধ্যায়াদিষ্ঠে দেবতা সম্প্রাযোগঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বাধ্যায় সিদ্ধ হইলে, ইষ্টদেবতা সম্বন্ধে এবং তাঁহার সহিত সম্ভাষণ ঘটিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

সমাধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বর প্রণিধান * দ্বারা সমাধি হয় ॥ ৪৫ ॥

স্থিরসুখমাসনম্ ॥ ৪৬ ॥

যে উপবেশন পদ্ধতি নিশ্চল, এবং উবেগশূন্য এবং সুখজনক হয়, তাহাই প্রকৃত আসন ॥ ৪৬ ॥

প্রমত্তশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

স্বভাবতঃ যে সকল পদ্ধতিক্রমে উপবেশন করা হয়,

* ঈশ্বর প্রণিধান অর্থে ভগবানে চিত্ত নিবেশ। ঈশ্বর প্রণিধানে শুদ্ধভক্তি আছে। সেই শুদ্ধভক্তি বলে ঈশ্বর প্রণিধান সমাধি হয়।

যোগশাস্ত্রীর উপদেশক্রমে সে সকল পরিহার পূর্বক যোগী-
নিগের পদ্ধতি অনুসারে আসন অভ্যাস করিতে করিতে অনন্তে
মগ্ন হইতে পারিলে, অচেতনতারক তদাশ্রয় * প্রাপ্তি হয় । তদাশ্রয়
প্রাপ্তি হইলে আসন অভ্যাসে কোন কষ্টবোধই হয় না ॥ ৪৭ ॥

ততোদ্ধ্বানতিঘাতঃ ॥ ৪৮ ॥

আসন সিদ্ধি দ্বারা শীত গ্রীষ্মে অভিভূত হইতে হয় না ।
তদ্বারা কুংপিপাসাও ব্যাকুল করিতে পারে না । তাহা
প্রাণায়ামের বিশেষ অমুকুল ॥ ৪৮ ॥

তস্মিন্ সতি শ্বাস প্রশ্বাসযোগতি-

বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

আসন সিদ্ধি বশে শ্বাস প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতির ব্যতি-
ক্রম করিয়া যোগশাস্ত্রমতে রেচক, পূরক ও কুস্তকের দ্বারা
বাহ্য সমাধা করা যায়, তাহাই প্রাণায়াম ॥ ৪৯ ॥

বাহ্যভ্যাস্তরস্তত্ত্ব বৃত্তির্দেশকাল-

লংখ্যাভিঃপরিদৃষ্টোদীর্ঘঃ সূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

একই প্রাণায়াম তিন ভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগের
নাম বাহুবৃত্তি, + দ্বিতীয় ভাগের নাম অভ্যাস্তরবৃত্তি, †

তদন্তরতা ।

+ যে বৃত্তি দ্বারা আভ্যাস্তরিক বায়ু বহির্গত করা হয়, তাহা-
কেই বাহুবৃত্তি বলা যায় । বাহু বৃত্তিরই অপর নাম রেচক ।

† যে বৃত্তি প্রভাবে বহির্বাযু আকর্ষণ পূর্বক দেহ
মধ্যে পূরণ করা হয়, তাহারই নাম অভ্যাস্তরবৃত্তি । সেই
অভ্যাস্তরবৃত্তিকেই পূরক বলা যায় ।

তৃতীয় ভাগের নাম স্তম্ভবৃদ্ধি • । ঐ তিন আবার দীর্ঘ ও হ্রস্বরূপে দেশ কাল এবং সংখ্যার দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। রেচক প্রাণারামের দেশ বহির্ভাগে, রেচক প্রাণারাম করিবার সময় বহির্ভাগে রেচিত বায়ু যদি অধিক দূর যায়, তাহা হইলে তাহার নাম দীর্ঘ, অল্পদূরে বাইলে তাহার নাম হ্রস্ব। অভ্যন্তরই পুরক ও কুস্তকস্থান। পুরক ও কুস্তক করিবার সময় শরীরের মধ্যে সর্বত্র বায়ু পূর্ণ হইলে, দীর্ঘ বলা যায়। তদ্বিপরীত হইলে হ্রস্ব মধ্যে পরিগণিত হয়। কালের দ্বারা ঐ তিন প্রাণারামের দীর্ঘতা অথবা হ্রস্বতা স্থির করিতে হইলে, ঐ তিনের স্থিতিকাল নির্ণয় করিতে হয়। ঐ তিন অধিক স্থায়ী হইলে উহাদের দীর্ঘ বলা যায়। অল্প স্থায়ী হইলে হ্রস্ব। সংখ্যা অনুসারে মাত্র জপ দ্বারা ঐ তিনের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা নির্ণয় হইতে পারে। নির্দিষ্ট অধিক জপে যে সকল প্রাণারাম শেষ হয়, সে গুলি দীর্ঘপ্রাণারাম। অল্প সংখ্যক জপে শেষ হইলে হ্রস্ব প্রাণারাম বলা বাইতে পারে ॥ ৫০ ॥

বাহ্যাত্ম্যস্তরবিষয়াক্রোশী চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥

প্রাণারাম কর্তা যদ্যপি নিজ শরীরের অন্তঃ বাহ্য বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া উক্ত ত্রিবিধ প্রাণারামের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সেই অনুষ্ঠান চতুর্থ শ্রেণির প্রাণারাম মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে ॥ ৫১ ॥

• স্তম্ভবৃদ্ধি দ্বারা পূরিত বায়ু অন্তরে রোধ করা যায়। ঐ স্তম্ভবৃদ্ধিরই এক নাম কুস্তক।

ততঃ ক্রীয়তে প্রকাশবরনম্ ॥ ৫২ ॥

ধরনাস্থযোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥

ঐ চতুর্বিধ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে যখন সিদ্ধ হওয়া যায়, তখন শরীরশক্তিসম্পন্ন সর্ববস্তুপ্রকাশক বুদ্ধিসত্ত্বের প্রকাশ হয়। বুদ্ধিসত্ত্বের প্রকাশে মানোস্বরূপ অপ্রচ্ছন্ন হইলে, তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা হয়। সেই ক্ষমতাবলে ধারণাশক্তি ক্ষুরিত হয় ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

ইতীন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহার ॥ ৫৪ ॥

যে সকল বিষয়ে, যে সকল বস্তুতে, ইন্দ্রিয়গণ আসক্ত আছে, সেই সকল বিষয়, সেই সকল বস্তু হইতে তাহাদের বিরত করিয়া, সম্যক প্রকারে বিকৃতিবিহীন করিয়া, নির্বিকার চিত্ত স্বরূপের অধীন করার নামই প্রত্যাহার ॥ ৫৪ ॥

ততঃ পরম বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫৫ ॥

ঐ প্রকার প্রত্যাহার প্রভাবে অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণ রূপে বশীভূত হয় ॥ ৫৫ ॥

ইতি সাধন পাদ ।

বিভূতি-পাদ ।

—•—

দেশবদ্ধশিষ্টস্তা ধারণা ॥ ১ ॥

নাড়ীচক্রে, ক্রমধো, নাসাগ্রে অথবা কোন দিব্যমূর্তিতে
চিত্ত আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা ॥ ১ ॥

তত্র প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

সেই ধারণাশক্তি প্রভাবে কোন শারীরিক অথবা অধ্যাত্ম
সদাৰ্থে চিত্ত নিবেশিত হইলে, সেই শারীরিক অথবা অধ্যাত্ম
সদাৰ্থে জ্ঞানময়ী চিত্তবৃত্তি নিচয়ের যে অবিক্লেদ স্থির
আলম্বন তাহাকেই ধ্যান বলা যায় ॥ ২ ॥

উদেবার্হমাত্র নির্ভাসংস্করূপশূন্যমিব সমাপিঃ ॥ ৩ ॥

ধাতৃ, ধ্যান জ্ঞানবিহীন ধোয় স্বরূপবোধক- যে বিজ্ঞানময়ী-
শক্তি, তাহাই সমাপিঃ ॥ ৩ ॥

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

পার্শ্বিক কিবা অপার্শ্বিক কোন বস্তুতে অথবা বিষয়ে ধারণা,
ধ্যান সমাধির যে সম্মিলিত প্রয়োগ, তাহারই এক নাম
সংযম ॥ ৪ ॥

তজ্জয়াং প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

সংযম আরম্ভ হইলে দিব্যজ্ঞানময়ী পরমাবুদ্ধি স্ফূর্তিত হয় ।
সেই বুদ্ধিপ্রভাবে অসম্ভব সম্ভব হয় । অসাধ্য সাধ্য হয় ।
তৎপ্রভাবে করা যায় না এমন কার্য্যই নাই ॥ ৫ ॥

তস্মা ভূমিস্থবিনিয়োগিঃ ॥ ৬ ॥

প্রথমতঃ স্থূলবস্ত্র নিচরে সংঘর্ষে প্রয়োগ করিতে পারিলে,
তৎপরে ক্রমে ক্রমে স্থূলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ৬ ॥

অয়মন্তরঙ্গং পূর্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

সংঘম্ম অপেক্ষা বমনিন্নমাদি সমাধির অন্তরঙ্গ নয়। সংঘম্ম
বলে অতি স্থূল বস্ত্রতেও চিত্ত সমাহিত হয় ॥ ৭ ॥

তদপিবহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥ ৮ ॥

সর্বমনোবৃত্তির নিরোধের নাম নির্বীজ সমাধি। সংঘম্ম
সেই নির্বীজ সমাধির বহিরঙ্গ বাতীত অন্তরঙ্গ নয় ॥ ৮ ॥

বুধাননিরোধসংস্কারয়োরতিভবপ্রাদুর্ভাবো

নিরোধক্ৰণচিন্তাস্বয়ানিরোধ পরিণামঃ ॥ ৯ ॥

পরমবৈরাগ্যা প্রভাবে চিন্তের নানা বিকার সম্পন্ন রাজসিক
সংস্কার সমূহের তিরোভাব হইলে, তাহাতে যে সর্ববৃত্তি-
শূন্য বিমুক্ত অবসর হয়, তাহারই নামান্তর নিরোধপরিণাম ॥ ৯ ॥

তস্মা প্রশান্ত বাহিতা সংস্কারাঃ ॥ ১০ ॥

পুনঃ পুনঃ চিত্ত নিরোধপরিণাম উৎপন্ন হইলে, তৎপ্রভাবে
যে সূক্ষ্ম সংস্কার জন্মায়, সেই সংস্কার-বলে সেই চিত্ত নিরোধ-
পরিণামের প্রশান্ত স্বৈর্য্যপ্রাপ্ত নিরস্তর প্রবাহিত হইতে
থাকে ॥ ১০ ॥

সর্বার্থতৈকাগ্রত্যোঃ ক্ষয়োদয়ো

চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

নানা বস্ত্র সম্বন্ধীয় নানা প্রকার মনোবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে

এ, এক পরমবস্ত্ত বিষয়ক পরমাবৃতি-উদিত হয়, তাহাই সমাধি-
পরিণাম ॥ ১১ ॥

শাস্তোদিতৌ তুল্য প্রত্যয়ৌ

চিন্তাক্রোশোপরিণাম ॥ ১২ ॥

এক বস্ত্ত সম্বন্ধে এক প্রকার ভাবময় বৃত্তি উদিত হইয়া,
পুনর্বার তাহা বিলীন হইতে হইতে, ততুল্য ভাবময় অপর
এক বৃত্তি উদিত হইলে, সেই লয়মান ও উদয়মান বৃত্তি-
দ্বয়ের সম্মিলনই চিন্তের একাক্রোশ নামক পরিণাম ॥ ১২ ॥

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থা-

পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥

চিন্তের যেমন ত্রিবিধ পরিণাম • আছে, তদ্রূপ পঞ্চ-
ভূত ও ইন্দ্রিয়গণেরও ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা নামক ত্রিবিধ
পরিণাম পরিলক্ষিত হয় ॥ ১৩ ॥

শাস্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মী ॥ ১৪ ॥

ধর্ম্ম অর্থে গুণময়ী শক্তি । ধর্ম্মী সেই গুণময়ী শক্তির
আধার । প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থকেই ধর্ম্মী বলা যায় ।
প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থে প্রধান তিন প্রকার ধর্ম্ম বা গুণ-
ময়ী শক্তি নিহিত আছে । সেই ত্রিবিধ ধর্ম্ম বা শক্তিদ্বয় শান্ত,
উদিত এবং অব্যাপবেষ্ট নামে অভিহিত । কোন পদার্থের
যে ধর্ম্মের কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, যে ধর্ম্ম নিজে অব্যাক্ত
হইয়াছে, তাহাই শান্তধর্ম্ম । শান্তধর্ম্ম যে ধর্ম্মের উদয়ের কারণ,

নিরোধ, সমাধি ও একাক্রোশই চিন্তের ত্রিবিধ পরিণাম ।

তাহাই উদ্ভূত ধর্ম । সেই উদ্ভূত ধর্মের মধ্যে যে অক্ষুণ্ণিত
নির্গম্যশক্তি অবাক্ত আছে, তাহাই অব্যাপদেশ্য ধর্ম ॥ ১৪ ॥

ক্রমাণ্যন্তঃ পরিণামান্তহে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥

এক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তনই তাহার ভিন্ন ভিন্ন
ক্রমের * কারণ ॥ ১৫ ॥

পরিণামত্রয়স্যম্যমাদতীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

প্রত্যেক পদার্থের ত্রিবিধ পরিণাম সংঘম দ্বারা, প্রত্যেক
পদার্থ স্বকীয় অতীত ও অনাগত বৃত্তান্ত সমূহ প্রত্যক্ষ হইতে
থাকে ॥ ১৬ ॥

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাং সঙ্করস্তৎ

প্রবিভাগসংযমাং সর্বভূতরুতজ্ঞানম্ ॥ ১৭ ॥

অযোগী ব্যক্তি অধ্যাস বশতঃ শব্দ, শব্দের অর্থ এবং
শব্দার্থবোধক শক্তি অভেদ বিবেচনা করেন । কেবল অধ্যাস
বশতঃই একমাত্র শব্দে অপর দুয়ের আরোপ করা হয় ।
প্রকৃত অধ্যাস বিহীন অপ্রাপ্ত যোগী ঐ প্রকার ভ্রমে পতিত
হন না । তিনি এমন প্রাণী নাই, যে প্রাণীর উচ্চারিত শব্দ,
শব্দের অর্থ এবং সেই শব্দ শ্রবণজনিত জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া
সে সকলের প্রতি সংঘম আরোপ করিতে পারেন না । তিনি
অভূত অধ্যাস বলে, এক প্রকার প্রাণীর উচ্চারিত শব্দে মনঃ-
সংঘম করিতে সক্ষম হইলে, তৎপ্রভাবে অপ্রাপ্ত প্রাণীর উচ্চারিত
শব্দেরও তাৎপর্য্য এবং অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন ॥ ১৭ ॥

পরিবর্তিত অবস্থার ।

সংস্কারসাক্ষরকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥

যখন ধ্যান-ধারণা-সমাধি, সমন্বিত অদ্বৈত সংযম বলে, পূর্ব-
জন্মকৃত সমস্ত পাপ পুণ্যই প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতে থাকে,
তখন পূর্বজন্ম সম্বন্ধীয় অন্তঃস্থ বিবরণ ও অপ্রত্যক্ষ থাকে না ॥ ১৮ ॥

প্রত্যয়স্ত পরিচিতিজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

অন্তের মনোভাবব্যঞ্জক বাহ্যিক কোন চিহ্ন অথবা লক্ষণ
অনুসারে তাঁহার চিত্তে সংযম প্রয়োগ করিলে, সেই চিত্ত অব-
গত হওয়া যায় ॥ ১৯ ॥

ন চ সালম্বনং তস্তাবিষয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

পর চিত্ত জ্ঞান বিবরণক সংযম দ্বারা সেই চিত্তের আলম্বন-
গুলি * সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। সে গুলি জানিবার ইচ্ছা
হইলে, স্বতন্ত্র সংযমের আবশ্যক হয় ॥ ২০ ॥

কায়রূপসংযমাত্তথ গ্রাসিত্বেন চক্ষুঃ

প্রকাশ্য সংযোগেহস্তর্ধানম্ ॥ ২১ ॥

যোগী আপনার শারীরিক রূপে এরূপ আশ্চর্য্যভাবে সংযম
প্রয়োগ করেন যে, তৎপ্রভাবে সেই শারীরিক রূপ দর্শন কর্তার
দর্শনশক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়। যোগী সেই দর্শনকর্তার
সম্মুখে থাকিলেও তিনি তাঁহাকে দেখিতে পান না, তিনি
সেই সংযম প্রভাবে অপ্রকাশিত যোগী অন্তর্হিত হইরাছেন
বিবেচনাই করেন ॥ ২১ ॥

• চিত্তের দ্বারা যে সকল বিষয় চিত্তা করা হইতেছে।

এতেন শব্দাদ্যন্তর্ধানমুক্তম্ ॥ ২২ ॥

যে প্রকারে যোগীর রূপান্তর্ধান হয়, সেই প্রকারে, শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধেরও অন্তর্ধান হইতে পারে ॥ ২২ ॥

সোপক্রমং নিরূপক্রমঞ্চ কর্মতৎ

সংযমাদ পরাস্ত জ্ঞানমরিকেভ্যোবা ॥ ২৩ ॥

পূর্বজন্মে যে সকল সদাসং কর্ম করা হইয়াছে, ইহশরীরে তাহার কতকগুলি নিরূপক্রমকর্ম নামে অভিহিত হইতেছে । ঐ সোপক্রম, * আর নিরূপক্রম, † কর্মে সংযম প্রয়োগ করিতে পারিলে, নিজ মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞান হয় । কিম্বা মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ সকল জানিতে পারা যায় ॥ ২৩ ॥

মৈত্র্যাদিষু বলানি ॥ ২৪ ॥

মেত্রী, করুণা, এবং সুজিতা নামক ভাবত্রয়ের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিতে পারিলে, উহাদের প্রত্যেকটাই বর্দ্ধিত হয় এবং ঐ তিনের আবল্য হেতু এত অধিক মানসিক বল বৃদ্ধি হয় যে, তৎপ্রভাবে অন্তের দুঃখ মোচন ও স্মৃতির কারণ হইতে পারা যায় । তৎপ্রভাবে আশী মাত্রের স্মৃতি হওয়া যায় ॥ ২৪ ॥

বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৫ ॥

হস্তী প্রভৃতির বলে মনঃসংযম করিলে, হস্তী প্রভৃতির ভায় বলবান হওয়া যায় ॥ ২৫ ॥

* যে কর্মের কল আবৃত্ত হইয়াছে ।

† যে কর্মের কল আবৃত্ত হয় নাই ।

প্রত্যালোকনাসংস্কৃত্যব্যবহিত

বিপ্রকৃষ্ণজ্ঞানম্ ॥ ২৬ ॥

জ্যোতির্মতী প্রযুক্তির সাধিক আলোক, • হৃদয়, † ব্যবহিত ‡ ও বিপ্রকৃষ্ণ § পদার্থ নিচরে সংযম প্রয়োগ করা হইলে, তাহারা আর অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না ॥ ২৬ ॥

ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ ॥ ২৭ ॥

সপ্তলোক জানিতে হইলে, সূর্য্যে মনঃসংযম করিতে হয় ॥ ২৭ ॥

চক্রে তারা ব্যুহজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

তারাগণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, চক্রে চিত্ত সংযম করিতে হয় ॥ ২৮ ॥

ঋবে তদগতি জ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

ঋব নক্ষত্রে চিত্ত সংযম করিলে, তারাগণের গতি নিশ্চয় করা যায় ॥ ২৯ ॥

নাভিচক্রে কায়ব্যুহজ্ঞানম্ ॥ ৩০ ॥

দেহ তব জানিতে হইলে, নাভিচক্রে ७ চিত্ত সংযম করা আবশ্যক ॥ ৩০ ॥

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃতিঃ ॥ ৩১ ॥

কণ্ঠকূপে সংযম প্রয়োগ করিলে, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃতি হয় ॥ ৩১ ॥

• সাধিকী বিভাবতী প্রজ্ঞা ।

† পরমাণু ।

‡ ব্যবধানবিশিষ্ট বস্তু ।

§ দূরস্থ পদার্থ ।

৭ নাড়ীরওলে ।

কুর্শ্বনাভ্যাং শৈথর্যাম্ ॥ ৩২ ॥

কুর্শ্বনামক নাড়ীতে সংযম প্রভাবে সমাহিত হইলে, শারী-
রিক ও মানসিক শৈথর্য্য প্রাপ্তি হয় ॥ ৩২ ॥

মূৰ্দ্ধজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মরহস্যস্থিত দিব্যাতেজময়ী কালীশক্তিতে সংযম করিলে, অল-
ক্ষিত দিব্য পুরুষদিগকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হওয়া যায় ॥ ৩৩ ॥

প্রাতিভাষা সর্বম্ ॥ ৩৪ ॥

প্রতিভা প্রসূত ভববিষয়বাক মন্ত্রজ্ঞানে • চিত্ত সংযম
করিলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায় ॥ ৩৪ ॥

হৃদয়ে চিত্তসম্বিৎ ॥ ৩৫ ॥

হৃদয়ে সংযম করিলে, চিত্ত-সম্বন্ধীয় জ্ঞানোৎপন্ন হয় ॥ ৩৫ ॥

সত্ত্বপুরুষয়োঃরত্যস্তাসন্ধীর্ণয়োঃপ্রত্যয়াবিশেষাভোগ
পরার্থজ্ঞানম্ ॥ ৩৬ ॥

অমলা বুদ্ধি এবং তাহার চেতয়িতা চৈতন্তপুরুষ + অতির
পদার্থ নহে। তাহাদের পরস্পর অনেক প্রভেদ আছে বোধ
না হওয়ার, সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিবিধ মায়িক ব্যাপারে অভিভূত
হইতে হয়। সেই কারণে ভোগ নামক পদার্থের অধীন হইতে
হয়, সেই কারণেই ভোগ, পুরুষে আরোপিত হয়। যে অব-
স্থায় পুরুষ এক পদার্থ এবং তাহার প্রতিবিম্বরূপ ভোগ
অপর পদার্থ বোধ হয়, সেই ভেদাত্মক বোধশক্তির প্রতি কৃত-
সংযমী হইলে, আত্মজ্ঞান হয় ॥ ৩৬ ॥

ততঃপ্রতিভাশ্রাবণবেদনাদর্শনানন্তরীণজ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ ৩৭ ॥

আত্মসংযম প্রভাবে সংসার-ভারক জ্ঞান, দিবা শব্দ শ্রবণ, দিবা স্পর্শানুভব, দিবা স্পর্শদর্শন, দিবা রসানুভব এবং দিবা গন্ধবোধ হয় ॥ ৩৭ ॥

তে সমাধাবূপসর্গাব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

যোগীর অসমাধি অবস্থাতেই ঐ সকল ক্রমতা কলপ্রদ হয় । কেবলোর কারণ সমাধি সম্বন্ধে উহার বিবরণ বিয় ॥ ৩৮ ॥

বন্ধকারণশৈথিল্যাৎ প্রচারসম্বন্ধেনাচ্চ

চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৯ ॥

সংযম এবং সমাধি বলে বিবিধ বন্ধন কারণ ধর্মার্থ হইতে চিত্ত মুক্ত হইলে এবং তাহার প্রকৃত গমনাগমনের পথ নির্ণয় হইলে, তাহাকে পরশরীরে প্রবিষ্ট করা যায় ॥ ৩৯ ॥

উদানজয়াঙ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষসন্ম উৎক্রান্তিস্ত ॥ ৪০ ॥

সংযম প্রভাবে উদান বশ হইলে জল, পঙ্ক এবং কণ্টক প্রভৃতিতে বিচরণ করিলেও নির্লিপ্ত থাকি যায় । নিম্ন ইচ্ছা অনুসারে মরণ হয় ॥ ৪০ ॥

সমানজয়াৎ প্রকুলনম্ ॥ ৪১ ॥

সমান আয়ত্ত হইলে, শারীরিক ও মানসিক তেজ বৃদ্ধি হয় । সে তেজ অসামান্য তেজ ॥ ৪১ ॥

শ্রোত্রাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাদিব্যাং শ্রোত্রম্ ॥ ৪২ ॥

শ্রোত্রাকাশে যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধে মনঃসংযম

করিলে, দিবা শ্রবণশক্তি হয়। সেই শ্রবণশক্তি প্রভাবে অতি
মৃদু, বাবহিত ও দূরস্থ শব্দ পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হয় ॥ ৪২ ॥

কার্যাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাল্লঘুত্বল

সমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্ ॥ ৪৩ ॥

কার্যের সহিত আকাশের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে সংযম বলে,
তুলার স্তার লঘু হইয়া, শূন্যে গমনাগমন করা যায় ॥ ৪৩ ॥

বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা

ততঃ প্রকাশাবরণকয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে ভ্রম অপণিত হইলে, অনাস্থার আত্মজ্ঞান
বিদূরিত হইয়া, মহাবিদেহাবৃত্তি ক্ষুরিত হয়। সেই অপূর্ণ
ক্ষুণ্ণির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানশক্তির আবরণ ক্ষয় হয় ॥ ৪৪ ॥

স্থূলস্বরূপসূক্ষ্মাঘ্যার্থবত্ত্বসংযমাদ্ভূতজয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ভূতেশ্বর হইতে হইলে, প্রত্যেক ভূতের স্থূল, * স্বরূপ, †
সূক্ষ্ম, ‡ অঘর § ও অর্থবৎ ¶ নামক পঞ্চবিধ অবস্থার প্রতি
সংযম প্রয়োগ করিতে হয় ॥ ৪৫ ॥

* স্থূলাবস্থায় পঞ্চভূত দৃষ্টিগোচর হয়।

† ভূতের গুণই ভূতের স্বরূপাবস্থা।

‡ ভূতের সূক্ষ্মাবস্থার নাম পরমাণু।

§ ত্রিগুণের সহিত প্রত্যেক গুণের সম্বন্ধই অঘর।

¶ অর্থ চুংখাদি নানা প্রকার ভোগপ্রদাশক্তির নামই
অর্থবৎ।

ততোহনিমাদিপ্রাচুর্য্যাবঃ কায়-

সম্পত্ত্বান্নানানিমাভিত্যচ্চ ॥ ৪৬ ॥

ভূতগণকে ইচ্ছাধীন করিতে পারিলে, অনিমানি অষ্ট বট্ট-
শব্দের প্রাচুর্য্য হয় । ভূতগণ অধীন হইলে, সম্পৎ ও কারিক-
ধর্ম্মও অবিদ্যমান রহে ॥ ৪৬ ॥

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননস্থানিকায়সম্পৎ ॥ ৪৭ ॥

রূপ, লাবণ্য, বল এবং বজ্রতুল্য শারীরিক দৃঢ়তাই কায়-
সম্পৎ ॥ ৪৭ ॥

গ্রহণ স্বরূপান্নিত্যস্বার্থবত্ত্ব সংযমাদিস্ত্রিয়জয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

গ্রহণ, * স্বরূপ, † অন্নিত্য, ‡ অস্বার্থ, § ও অর্থবহ-
ণ নামে ইন্দ্রিয়গণেরও পঞ্চপ্রকার অবস্থা আছে । জিতে-
স্ত্রিয় হইতে হইলে, অগ্রে সংযম দ্বারা ঐ ঐন্দ্রিয়কে বশীভূত
করিতে হয় ॥ ৪৮ ॥

ততোমনোজবিদ্বংবিকরণভাবঃপ্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্রিয়গণের উপর আধিপত্য হইলে, মনের জয় নির্বিঘ্নে
শরীরও সর্বত্র গমন করিতে পারে । বিদেহী হইলেও ইন্দ্রিয়-

* ইন্দ্রিয়গণের কোন পদার্থ প্রকাশের প্রবৃত্তি ।

† ইন্দ্রিয়গণ যখন কোন পদার্থ প্রকাশ করে, তখন সেই
প্রকাশকে স্বরূপ বলা যায় ।

‡ যে সবস্বপ্নময় অহঙ্কার প্রভাবে ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক
কোন পদার্থ প্রকাশিত হয়, সেই অহঙ্কারকে অন্নিত্য কহা যায় ।

§ ইন্দ্রিয়গণের সহিত জিজ্ঞাসার যোগই অর্থবহ ।

ণ ইন্দ্রিয়গণের ভোগপ্রদানশক্তি স্বকীয় রূপের নাম
অর্থবহ ।

গণ সহজে জ্ঞানের অভাব হয় না এবং প্রধান • ও বশে থাকেন ॥ ৪৯ ॥

সর্বভাবাবিষ্ঠাভিত্তং সর্বজ্ঞাতৃত্বক ॥ ৫০ ॥

পরমাবুদ্ধির সহিত পরমপুরুষ পরমাত্মার যে প্রভেদ জ্ঞান নির্ধর হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানের প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে, সর্বভাবের উপর প্রভু হইয়া তৎপ্রভাবে অবিস্তৃত কিছুই থাকে না ॥ ৫০ ॥

তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্রে কৈবল্যম্ ॥ ৫১ ॥

কথিত সিদ্ধিধরের প্রতি বৈরাগ্য অন্বিলে, অবিদ্যা জনিত বিবিধ দোষের বীজ ক্রম হইলে, কৈবল্য প্রাপ্তি হয় ॥ ৫১ ॥

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং

পুনরনিক্টে প্রসঙ্গাৎ ॥ ৫২ ॥

ঐ প্রকার কোন পরমবৈরাগী যোগী-অমরগণ কর্তৃক বিবিধ দিবা ভোগে আমগ্নিত হইয়া, নিশ্চয় এবং প্রলোভন পরিত্যজ হইলে, কৈবল্য সহজে বিধম বিশ্ব উপস্থিত হয় ॥ ৫২ ॥

কণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেক জ্ঞংজ্ঞানম্ ॥ ৫৩ ॥

কণ এবং তাহার পর্যায় পরস্পরা পদ্ধতির প্রতি সংযম প্রয়োগ করিলে, বিবেক প্রসূত জ্ঞানোদয় হয়। সেই জ্ঞান প্রভাবে মহত্ব হইতে স্বল্পাদপি স্বল্পপরমাণু পর্যন্ত অগোচর হয় ॥ ৫৩ ॥

জাতিলক্ষণদে শৈর্য্যাতানবচ্ছিন্নাতুল্যায়োক্ততঃ ॥ ৫৪ ॥

এমন এক প্রকার অনেক বস্তু আছে, বাহ্যদের জাতি অনুসারে প্রভেদ নির্ণয় করা যায় না । এমন এক লক্ষণবিশিষ্ট অনেক বস্তু আছে, বাহ্যদের লক্ষণ অনুসারেও প্রভেদ নির্ণয় হয় না, এমন ঘটনা হইতে পারে, যদ্বারা এক প্রকার দুই বস্তুর পূর্বাগর অবস্থিতিস্থান নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে । জাতি, লক্ষণ এবং দেশের দ্বারা এক প্রকার বহু বস্তুর প্রভেদ জ্ঞান অবধারিত না হইলে, জ্ঞান এবং জ্ঞানক্রম সংযম প্রাপ্ত বিবেক-জ্ঞান প্রভাবে পরস্পর পার্থক্য নির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ উপকার হয় ॥ ৫৪ ॥

তারকং সর্ববিষয়ং সর্বধাবিষয়-

মক্রমক্ষেতি বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫৫ ॥

বিবেকপ্রাপ্ত তারক-জ্ঞান প্রভাবে ঘোর সংসার হইতে যোগী মুক্ত হন । সেই নিজম-তারক-জ্ঞান হইলে, মহতত্ত্ব হইতে সমুদয় পদার্থ সুগোচর হইতে থাকে । তৎপ্রভাবে যুগপৎ সকলবস্তুর সকল লক্ষণ তন্ন তন্ন করিয়া জানা বাইতে পারে ॥ ৫৫ ॥

স্বস্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৬ ॥

নিষ্কলঙ্ক বৃত্তিশূভ বুদ্ধি হইলে, বুদ্ধি শুদ্ধি হয় । বুদ্ধি শুদ্ধি হইলে, আত্মশুদ্ধি হয় । বুদ্ধি-শুদ্ধি এবং আত্ম-শুদ্ধির কারণ বিবেকপ্রাপ্ত জ্ঞান । বুদ্ধি-শুদ্ধি এবং আত্ম-শুদ্ধি ব্যতীত মোক্ষ হয় না ॥ ৫৬ ॥

ইতি বিত্তিপাদ ।

কৈবল্য-পাদ ।

—*—

জন্মোষধিমস্ততপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

জন্ম, ঔষধি, মস্ত, তপস্তা এবং সমাধিবলে বিবিধ সিদ্ধির
উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ ॥ ২ ॥

অদ্বুত সিদ্ধিবলে প্রাকৃতিক আপুরণ * দ্বারা এক জাতি
অপর জাতি হইতে পারে । কাষ্ঠ অগ্নি হইতে পারে । মনুষ্য
'দেবতা হইতে পারে ॥ ২ ॥

নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতিনাং

বরণভেদস্ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥

কৃষক ক্ষেত্রে জল প্রবেশের প্রতিবন্ধক স্বরূপ উচ্চ বাধ ভঙ্গ
করিলে, অবোধে স্বয়ং জল যেমন ক্ষেত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে
থাকে, তদ্রূপ জীবের ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম জাত্যন্তর পরিণামের
প্রবর্তক হয় না । উহাদের মধ্যে কোনটী কেবল প্রকৃতির
আবরণ ক্ষয় করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

নির্মাণচিত্তানুহান্নিতামাত্রাৎ ॥ ৪ ॥

প্রবৃত্তিভেদে প্রযোজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

বলবতী ইচ্ছাপ্রভাবে অশ্রিতা + হইয়া একাধিক শরীর ও
চিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪।৫ ॥

তত্ত্বধ্যানজমনাশয়ম্ ॥ ৬ ॥

পঞ্চ প্রকার সিদ্ধচিন্তের মধ্যে, ধ্যানসিদ্ধ চিন্তাই কর্মবাসনা-
শূন্য । কর্মবাসনাশূন্য হইলেই মুক্ত হওয়া যায় ॥ ৬ ॥

কর্ম্মাণ্ডরকৃষ্ণং যোগিনাস্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ॥ ৭ ॥

সিদ্ধ যোগীগণের সকল কর্ম্মই নিকাম । তন্মগ্ন তাঁহাদের
কৃত কোন কর্ম্মই তাঁহাদের বর্তমানজীবনের পরিবর্তন করিতে
পারে না এবং ভবিষ্যজীবনেও বিবিধ কলভোগের বীজ হয়
না । তাহাদের কর্ম্ম অনুরূপক । অবোগীদিগের কার্যকলাপ
শূন্য, * কৃষ্ণ † এবং শুক্লকৃষ্ণ ‡ মিশ্রিত কর্ম্মনিচয়ের অন্তর্গত ॥ ৭ ॥

ততস্তদ্বিপাকামুগুণানামে

বাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ ॥ ৮ ॥

ঐ ত্রিবিধ কর্ম্মের যে সকল ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে,
সেই সকলের অনুকূল বাসনা সকল প্রকাশিত হইতে থাকে ।
যে সকল ফল ফলে নাই, তাহার অনুকূল বাসনা সকল অব্যক্ত
থাকে ॥ ৮ ॥

জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানস্তর্য্যং

স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥ ৯ ॥

তুমি বর্তমান কালে, বর্তমান দেশে, বর্তমান ভাষায় যে সকল
সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে, সেই সকল সংস্কার তোমার ঐকরূপ

* তপস্তা সমন্বিত জ্ঞানপ্রসূত কর্ম্মকে শুক্লকর্ম্ম বলা যায় ।

† নরহত্যা প্রভৃতি কৃষ্ণকর্ম্মের অন্তর্গত ।

‡ যাহারা সদাশং উভয়বিধ কার্য্য করিয়াছেন, তাহারা ই
শুক্ল কৃষ্ণ কর্ম্ম করিয়াছেন ।

পুনর্জন্মের জন্য অব্যক্তভাবে তোমাতেই সঞ্চিত থাকিবে। তোমার এই জন্মের পরে, তোমার এই জাতির পরে, তোমার মানা জন্ম, নানা জাতি হইলে, সেই সকল জাতি, সেই সকল জন্ম, বর্তমান দেশ, বর্তমান কাল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন কালে হওয়ার পরেও যদি তোমার এইরূপ জন্ম হয়, তাহা হইলে তোমার ইহজন্মের সংস্কার সকল সেই জন্মে ক্ষুরিত হইবে। পিতা পুত্র যে প্রকারে অভিন্ন সংস্কার, আর স্মৃতিও সেই প্রকারে অভিন্ন ॥ ৯ ॥

তাসামনাদিহৃৎ শিষ্যোনিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

সুখ প্রার্থনার নিত্যতা বশতঃই বাসনানিচয়েরও অনাদিহৃৎ নিশ্চয় করা যায় ॥ ১০ ॥

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীত-

ত্বাদেষামভাবে তদভাব ॥ ১১ ॥

বাসনা অনাদি হইলেও যোগবলে বাসনা শূন্য হওয়া যায়। বাসনা শূন্য না হইলেও পরিজ্ঞান নাই। হেতু, * কল, † আশ্রয় ‡ ও অবলম্বন § ব্যতীত বাসনা উৎপন্ন কিবা সঞ্চিত হয় না। উক্ত হেতু কল প্রভৃতির অভাব হইলেই, বাসনার অভাব হয় ॥ ১১ ॥

অতীতানাগতং স্বরূপতোহস্ত্যধ্বভেদাঙ্কশ্রীনাং ॥ ১২ ॥

অবস্থার পরিবর্তন অনুসারে অতীত ও অনাগত বলা হয়,

* অবিদ্যা ও তৎপ্রভাবোৎপন্ন নানা কার্য।

† পুনঃপুনঃ দেহ ধারণ ও তজ্জনিত নানা ভোগ।

‡ চিত্ত।

§ রূপাদি।

অবস্থার পরিবর্তন কিছুমানে বিনষ্ট হইয়াছে ও উৎপত্তি হইবে বলা হয়। কিন্তু বাস্তবিক কিছুই বিনাশ হয় নাই এবং কিছুই বিনাশ হইবে না। কিন্তু বাস্তবিক কিছুই উৎপত্তি হয় নাই এবং কিছুই উৎপত্তি হইবে না। বস্তু নিত্য। তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। চিত্ত নিত্য। তাহার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। উৎপত্তি বাহাকে বল, তাহা একপ্রকার পরিবর্তন। আর বিনাশ বাহাকে বল, তাহাও অপর এক-প্রকার পরিবর্তন ॥ ১২ ॥

তেব্যাক্ত সূক্ষ্মগুণাত্মানঃ ॥ ১৩ ॥

ঐ সমস্ত বস্তু ব্যক্ত * সূক্ষ্ম † এবং ত্রিবিধ গুণবৃত্তাব-
বিশিষ্ট ॥ ১৩ ॥

পরিণামৈক্যমাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥

এমন বস্তু নাই, যাহা ত্রিগুণের পরিণাম নহে। ত্রিগুণের কোন গুণই পরস্পর পরস্পরের আচ্ছাদ্য ব্যতীত পরিণত হইতে পারে না। ঐ পরিণামের ঐক্যবশতঃই বস্তুতত্ত্ব একা-
ধিক নহে ॥ ১৪ ॥

বস্তুসাম্যেহপি চিত্তভেদান্তয়োবিবিক্তঃ পশ্বা ॥ ১৫ ॥

বিজ্ঞানময় চিত্ত এবং তৎপ্রভাবে যে সকল বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অন্টার, সেই সকল বস্তু আর সেই বিশেষ জ্ঞান অভেদ নয়। সেই জ্ঞত উভয়ের পথও এক নয়। একই বস্তু সম্বন্ধে নানা লোকের নানা প্রকার বিজ্ঞান হইয়া থাকে, বস্তুর

* একাধিত পরিবর্তিত অবস্থানিচয় ব্যক্ত থাকে, এইজন্য
সেইগুলিকে ব্যক্ত বলা যায়। † অব্যক্ত।

সমানতা বশতঃ তৎসম্বন্ধে নানা লোকের বিজ্ঞানের সমানতা হয় না । ঐ সুন্দরী তাহার স্বামীর পক্ষে সুখবিজ্ঞানের কারণ, অপর এক ব্যক্তি তাহার প্রতি আসক্ত অথচ সে তাহার প্রতি অনাসক্ত থাকায়, সে তাহার সুখবিজ্ঞানের কারণ হইয়াছে ॥১৫

তদুপায়াপেক্ষত্বাচ্চিস্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞানম্ ॥১৬॥

চিস্তে বস্তুর উপরাগ * বশতঃ তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় । চিস্তে বস্তুর উপরাগ না হইলে, তাহা অজ্ঞাত থাকে । ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ দ্বারা চিস্তে বস্তু যে বস্তুর উপরাগ হয়, তখন সেই বস্তু সম্বন্ধেই জ্ঞান হয় ॥ ১৬ ॥

সদাজ্ঞাতাশ্চিস্তবৃত্তয় স্তৎপ্রভোঃ-

পুরুষশ্চাপরিণামাৎ ॥ ১৭ ॥

যে পরিণাম বিহীন নিত্য চৈতন্য পুরুষের সম্বন্ধে চিস্ত এবং চিস্তবৃত্তিগণ সর্বদাই সুগোচর হইতেছে, যিনি তাহাদের প্রকাশক সেই পরিণাম বিহীন নিত্য চৈতন্যপুরুষই সর্বজ্ঞ । তিনিই চিস্তের প্রভু ॥ ১৭ ॥

ত্বৎস্বভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

পুরুষ চিস্তকে প্রকাশ না করিলে, নিজে প্রকাশ হইতে পারে না ॥ ১৮ ॥

একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ১৯ ॥

এককালে চিস্ত চৈতন্য অবধারণিত না হওয়ার স্থির করা যায়, উভয়ে অভিন্ন নহে । চৈতনের প্রকাশক চিস্ত । চিস্তের প্রকাশক আত্মা । আত্মা স্বপ্রকাশ ॥ ১৯ ॥

চিঁটাশরদু-১৫. বুদ্ধিবুদ্ধিরতি-

প্রসঙ্গঃ স্মৃতিশব্দরূচ ॥ ২০ ॥

এক বুদ্ধি অপর বুদ্ধি প্রকাশ করে স্বীকার করিলে, অনেক বুদ্ধির প্রসঙ্গ করিতে হয়। তাহা করিলে স্মৃতিবিশৃঙ্খলা ঘটেও স্বীকার করিতে হয় * ॥ ২০ ॥

চিঁতেরপ্রতিসংক্রমারাস্ত্রদাকারাপত্তৌ

স্ববুদ্ধিসম্বোধনম্ ॥ ২১ ॥

চিৎস্বরূপ দিব্যপুরুষ কখন সংকীর্ণ কিম্বা বিকৃত হন না। স্বরূপপ্রতিবিম্ব জলে পতিত হইলে যেমন, জলকেও স্বরূপ বলিয়া

* এক বুদ্ধি প্রকাশের জন্য অপর বুদ্ধি থাকিলে, সেই অপর বুদ্ধি প্রকাশের প্রকাশক আর এক বুদ্ধি আছে অবশ্যই মানিতে হয়। এই প্রকারে অসংখ্য বুদ্ধি স্বীকার করিলেও কোন বস্তুজ্ঞান হয় না। কোন বস্তুজ্ঞান হয় স্বীকার করিলেও এই প্রকারে স্মৃতি বিপর্যায় দোষ ঘটে। বোধ কর, এক সময়ে যদ্যপি অগ্নিজ্ঞান, জলজ্ঞান এবং অন্যান্য বহু বস্তু বিষয়ে বহু জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেই সকল জ্ঞানের প্রকাশের জন্য আরো কত জ্ঞানের উদয়ও হয়, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তাহা হইলে আবার সেই সকল উদিত জ্ঞান সংস্কার ব্যতীত পূর্বকথিত অগ্নিজল প্রভৃতি বহুজ্ঞান সংস্কার ও স্মৃতিরূপে পরিণত হইয়া, সেই সমস্ত স্মরণ-জ্ঞান এককালেই ক্ষয়িত হয়, তাহাও স্বীকার্য্য হইয়া, পরে সে সমস্ত এককালে ক্ষয়িত হইলে কোন্ বস্তুর কোন্ জ্ঞান, কোন বস্তুর কোন্ স্মৃতি? কোনটাই বা অগ্নিস্মৃতি, আর কোনটাই বা জলস্মৃতি, তাহা অবধারণ সম্বন্ধে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটে। সেই অবধারণ সম্বন্ধে বিশেষ বিশৃঙ্খলাই স্মৃতিশব্দর। সেই স্মৃতিশব্দরেরই আর এক নাম স্মৃতিবিজ্রম বলা যায়।

বোধ হয়, তদ্রূপ চিৎপ্রতিবিম্ব বুদ্ধিস্বরূপ বলে পতিত হইলে বুদ্ধিস্বরূপেও যেন চিদাকার বলিয়া* বোধ হয়। চিৎপ্রতিবিম্ব ঐ প্রকারে বুদ্ধির আকার ধারণ করিলে, তাহাকে বুদ্ধি সম্বোধন হয় ॥ ২১ ॥

ঐক্যদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্ ॥ ২২ ॥

ঐক্য আত্মা দৃশ্য বুদ্ধিতত্ত্বে উপরক্ত † হইলে সেই বুদ্ধিতত্ত্ব বা চিত্ত সর্বপ্রকাশক ‡ হয় ॥ ২২ ॥

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্রমপি

পরার্থং সংহত্যাকারিত্বাৎ ॥ ২৩ ॥

চিত্ত অসংখ্য কামনাবিশিষ্ট হইয়া অসংখ্য রূপে প্রকাশিত হইলেও দেহ এবং ইন্দ্রিয়গণের সহিত মিলিত হইয়া তাহার গুণাদি নানা কার্য্যে ক্ষমতা থাকা প্রযুক্ত পরের ভোগের § ভোগ্য এবং নিমিত্ত হয় ॥ ২৩ ॥

বিশেষদর্শিন আত্মভাব ভাবনাবিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৪ ॥

চিৎশক্তি ॥ চিত্তের সহিত অভেদ নয় আনিতে পারিলে, আর আত্মতত্ত্ব বোধেচ্ছা থাকে না। কারণ তখন আত্মা সম্বন্ধে আনিবার অবশিষ্ট কিছুই থাকে না ॥ ২৪ ॥

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগভারং চিত্তম্ ॥ ২৫ ॥

সেই সময়ে চিত্ত দৃষ্টি এবং দৃশ্য যে ভেদ আছে, তাহা বৃষ্টিতে

* বুদ্ধিসাক্ষ্যকার।

† প্রতিবিম্বিত।

‡ সর্ববস্ত প্রকাশক।

§ আত্মার বা পুরুষের।

॥ পুরুষ আত্মা।

পারিলে, আর তাহা বাহ্য বস্ত্র সূকলে রত না হইরা, নির্মল বিবেকের অধীন হইরা ধর্মমেষ্যনামক ধ্যান প্রভাবে কেবল তাহার আত্ম দর্শনই হইতে থাকে । সেই আত্ম-দর্শন বলে, কৈব-
ল্যের অমুকুল লক্ষণ সকল তাহাতে প্রকাশ পাইতে থাকে ॥২৫॥

তদ্বিদ্বেষু প্রত্যয়ঃ স্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥২৬॥

ধানীকৃত হইলেও দাক্ষণ পূর্বসংস্কার বশতঃ ধ্যানের অন্ত-
রাল পাইলেই অতি ক্ষুদ্র অহঙ্কার এবং মমতা প্রভৃতি বিবিধ
বিকার ক্ষুরিত হইতে থাকে । সেই ক্ষুরণগুলির প্রত্যেকটা-
কেই এক একটা প্রত্যয় বলা যায় ॥ ২৬ ॥

হানমেবাং কেশবদুস্তম্ ॥ ২৭ ॥

সাধন-পাদে যে উপারে • অবিদ্যা প্রভৃতি পঙ্করেশ্বর
করিতে বলা হইয়াছে, সেই উপায় অবলম্বন করিলেই ঐ পূর্ব-
সংস্কারের সহিত চিত্ত এবং যক্ষ চিত্তবৃত্তিগুলিও দণ্ডবীজের
স্তার অবস্থা প্রাপ্ত হয় । তখন আর চিত্ত কোন পরিণাম দ্বারা
বিকৃত হয় না ॥ ২৭ ॥

প্রসংখ্যানেহপ্যকুসীদন্ত্য সর্ব্বথা ।

বিবেকখাতেদধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ ॥ ২৮ ॥

বাহ্যের পরম বৈরাগ্য প্রভাবে প্রসংখ্যান অথবা সর্ব্ববিজ্ঞান-
শক্তির প্রাপ্তিও অনাশক্তি হয়, তিনিই প্রকৃতি পূর্ববে যে
প্রভেদ আছে, তাহা বুঝিতে পারেন, তিনিই বিবেকখাতি

বৈরাগ্যই প্রধান উপায় ।

নারী অদ্বৈতশক্তিৰ অধিকাৰী হন। তিনিই সেই অদ্বৈতশক্তি-
বলে ধৰ্ম্মমেঘ * নামক অমৃতসাগৰে নিমগ্ন হন ॥ ২৮ ॥

ততঃ ক্লেশকৰ্ম্মনিবৃত্তিঃ ॥ ২৯ ॥

ঐ ধৰ্ম্মমেঘ বলেই অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চক্লেশের এবং সৰ্ব-
কৰ্ম্মের নিবৃত্তি হয় ॥ ২৯ ॥

তদা সৰ্ব্বাবৰণাপেতম্ ।

জ্ঞানস্থানস্ত্যাং জ্যেয়মম্পম্ ॥ ৩০ ॥

তখন জ্ঞানের † সমস্ত আৱৰণ ‡ ক্ষয় হইয়া জ্ঞান অনন্ত
হয়। অনন্ত-জ্ঞান হইলে জ্যেয় অন্নই থাকে। অনন্ত-জ্ঞান
হইলে সহজেই সৰ্ব্বজ্ঞ হওয়া যায় ॥ ৩০ ॥

কৃতার্থানাং পরিণামক্ৰমসমাপ্তিগুণানাম্ ॥ ৩১ ॥

পুরুষ ধৰ্ম্মমেঘ নামক অপূৰ্ণ সমাধিমগ্ন হইলে, প্রকৃতি
এবং প্রাকৃতিক গুণনিচয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিলে,
তখন আর তিনি প্রাকৃতিক প্রলোভনে প্রলোভিত হন না।
সুতরাং তখন প্রাকৃতিক গুণ পরিণামক্ৰম একেবারেই পরি-
সমাপ্ত হয় ॥ ৩১ ॥

* ইহা এক প্রকার সমাধি। ইহার ভাৱ আর অল্প উৎ-
কৃষ্ট সমাধি নাই। এই সমাধি ব্যতীত কৈবল্য লাভের অন্য
উপায় নাই। এই সমাধি-শক্তি-প্রভাবে কৈবল্যরূপ অমৃত
বৰ্ষণ হয়, এইজন্য ইহার ধৰ্ম্মমেঘ নাম হইয়াছে। এই সমাধি
বলে সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট ঐশ্বৰ্য্যো পর্যন্ত বীতরাগ হয়।

† বুদ্ধি সত্ত্বের।

‡ চিত্তের অবিদ্যা প্রভৃতি আৱৰণ।

অন্যপ্রতিযোগী পরিণামা পরাস্তনিগ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥ ৩২

কোন কণের পরে বতকণ হয়, সেই সমস্তই ঐ কণের প্রতিযোগী কণ। প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থেরই অসংখ্য পরিণাম। প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থই অতিক্রমে পরিণত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক কোন পদার্থের বর্তমান কণ পর্যন্ত ক্রমাগত কতগুলি পরিণাম হইয়াছে জানিতে হইলে, ধর্মমেষ নামক সমাধি দ্বারা সমস্ত প্রতিযোগী কণক্রম অল্পসারে সেই পদার্থের সমস্ত পরিণামক্রমও জানিতে হয়। সেই সমাধি বলে সেই বস্তুর পূর্বস্তু + পরিণাম হইতে ক্রমাগত পরাস্ত পরিণাম পর্যন্ত যেসকল বত প্রকার পরিণাম হইয়াছে, সে সমস্তই প্রত্যক্ষ হইতে থাকে ॥ ৩২ ॥

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং

স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তোরিরি ॥ ৩৩ ॥

চিৎস্বরূপ পুরুষে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক চিত্তবৃত্তি নিচয়ের প্রতিবিম্বিত হইবার সামর্থ্য না হইলে, প্রকৃতি অস্বিতা প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া পুরুষকে নিজভাবে বশীভূত করিতে আর

অবহাস্তরিত ।

+ পূর্বস্তু-পরিণাম ও পরাস্ত-পরিণাম নিম্নলিখিত উদাহরণ অনুশীলন করিলেই স্পষ্টরূপে হইবে। একটী বীজ কত প্রকার পরিণামক্রম অতিক্রম করিয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। বৃক্ষ পর্যন্ত সেই বীজের বিবিধ পরিণামক্রম জানিতে হইলে, বৃক্ষকেই সেই বীজের পরাস্তপরিণাম বলা যায়, আর সেই বীজই স্বয়ং পূর্বস্তুপরিণাম।

না পারিলে, প্রকৃতি নিজ ঐশ্বর্য্যবলে পুরুষকে মুগ্ধ করিতে অস-
 মর্থ হইলে, সেই গুণময়ী প্রকৃতি পুরুষার্থশূন্য হন। তাঁহার পুরু-
 ষের সঙ্গে একেবারে বিচ্ছেদ হইয়া যায়। সেই বিচ্ছেদ
 বশতঃ ঐ পুরুষ গুণশূন্য কেবল হন। চিৎস্বরূপ পুরুষে প্রকৃতি
 সাক্ষ্য নিবৃত্তিই কৈবল্য। প্রকৃতির সহিত পুরুষের নিঃসংস্পর্শই
 কৈবল্য। পুরুষের স্বরূপে অবস্থানই কৈবল্য। প্রকৃতিতে
 পুরুষের দিব্যবিবেক প্রসূত অসাধারণ উদাসীনতা বশতঃ সেই
 প্রকৃতির পুরুষার্থ ত্যাগ হইলে, সেই প্রকৃতির সর্ব পরিণামের
 পরিসমাপ্তি হইলে, পুরুষের সঙ্গে তাঁহার যে অযোগ সংঘটিত
 হয়, সেই অযোগকেই কৈবল্য বলা যায় ॥ ৩৩ ॥

ইতি কৈবল্য-পাদ ।

পাতঞ্জল দর্শন সমাপ্ত ।

মণিরতমালা ।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজক কাচার্য্য
শঙ্করভগবৎ প্রণীত ।

যগিরতুমালী ।

অপার সংসার সমুদ্র মধ্যে,
সম্মজ্জতো মে শরণং কিমস্তি ।
ওরো কৃপালো কৃপয়াবদৈত—
দ্বিবেশপাদানুজদীর্ঘ নৌকা ॥ ১ ॥

শিষ্য । দয়াময় গুরুদেব ! অপার সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন
রহিয়াছি, কি উপায়ে তাহা হইতে নিস্তার পাইব ?

গুরু । বিশ্বনাথের অভয় পাদপদ্মই নিস্তার পাইবার সুদীর্ঘ
নৌকা । ১ ।

বজ্জোহি কো যো বিষয়ানুরাগী,
কাবা বিমুক্তিবিষয়ে বিরক্তিঃ ।
কো বাস্তি ঘোরোনরকঃ স্বদেহ,
তৃষ্ণাকর স্বর্গপদং কিমস্তি ॥ ২ ॥

শিষ্য । বহু কে ?

গুরু । বিষয়ানুরাগী ।

শিষ্য । মুক্তি কি ?

গুরু । বিষয়ে বিরাগ ।

শিষ্য । জ্ঞানক নরক কি ?

গুরু । নিজদেহ ।

শিষ্য । স্বর্গ কি ?

গুরু । বাসনাকর । ২ ।

সংসার-হুং কঃ শ্রুতিজ্ঞাবোধঃ,
 কো মোক্ষহেতুঃ কথিত স্ব এব ।
 দ্বারং কিন্নরকল্পরকস্য নারী,
 কা স্বর্গদা প্রাণভূতামহিংসা ॥ ৩ ॥

শিষ্য । সংসার-বন্ধন বুচিবার উপায় কি ?

গুরু । শ্রুতি সম্বত আত্মজ্ঞান ।

শিষ্য । মুক্তির হেতু কি ?

গুরু । কথিত আত্মজ্ঞান ।

শিষ্য । নরক প্রবেশের পথ কি ?

গুরু । লগনা ।

শিষ্য । স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় কি ?

গুরু । জীবের প্রতি অহিংসা । ৩ ।

শেতে হুং কস্তু সমাধিনিষ্ঠে,
 জাগর্তি কো বা সদসংবিবেকী ।
 কেশএবঃ সন্তি নিজেন্দ্রিয়ানি,
 তান্যেব মিত্রানিজিতানি যানি ॥ ৪ ॥

শিষ্য । স্থখে শয়ন করে কে ?

গুরু । সমাধিনিষ্ঠ মহাপুরুষ ।

শিষ্য । জাগে কে ?

গুরু । যার সদসংবিবেক আছে ।

শিষ্য । কাহারো শত্রু ?

গুরু । আপনার ইচ্ছাশক্তিই শত্রু । জিতেত্রিয় হইলে
তাহারাই মিত্র হয় । ৪ ।

কো বা দরিদ্রো হি বিশালতৃকঃ ।

শ্রীমাংশ্চ কো যশ্চ সমভ্যুতঃ ॥

জীবন্মৃতঃ কস্তু নিরুদ্যমোযঃ ।

কো বা মৃতঃ স্ম্যৎ সুখদা নিরাশা ॥ ৫ ॥

শিষ্য । দরিদ্র কে ?

গুরু । বিষয়ভোগের বন্দন্যতা বাসনা বার আছে ।

শিষ্য । ধনী কে ?

গুরু । সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট যিনি ।

শিষ্য । কোন্ ব্যক্তি জীবন্মৃত ?

গুরু । যিনি নিরুদ্যম ।

শিষ্য । অমৃত কি ?

গুরু । যে নিরাশায় সুখ আছে । ৫ ।

পাশো হি কো যো মমতাভিমানঃ ।

সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কাস্ত্রী ॥

কো বা মহাক্ষো মদনাতুরীয়ো ।

মৃত্যুশ্চ কো বাপঘণঃ স্বকীয়ম্ ॥ ৬ ॥

শিষ্য । সংসারে বদ্ধ হইবার পাশ কি ?

গুরু । মমতা এবং অভিমান ।

শিষ্য । সুরা যেমন মত্ত করে, এমন মত্ত আর কিসে করে ?

গুরু । নারী ।

শিষ্য । মহাক কে ?

গুরু । অধিক কামাতুর ।

শিষ্য । মৃত্যু কি ?

গুরু । স্বকীর অপঘণ । ৬ ।

কো বা গুরু যো হিতোপদেষ্টা ।

শিষ্যস্ত কো যো গুরুভক্ত এব ॥

কো দীর্ঘরোগো ভব এব নাধো ।

কি মৌষধস্তস্ত বিচার এব ॥ ৭ ॥

শিষ্য । গুরু কে ?

গুরু । হিতোপদেষ্টা ।

শিষ্য । শিষ্য কে ?

গুরু । গুরুভক্ত ।

শিষ্য । দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ কি ?

গুরু । পুনঃপুনঃ ভবযন্ত্রণা ।

শিষ্য । তন্নিবারণের ঔষধ কি ?

গুরু । সদাসংবিচার । ৭ ।

কিংভূষনাদ্ভূষণ মস্তি শীলং ।

তীর্থস্পর্শং কিং স্বমনো বিশুদ্ধশু ॥

কিমত্র হেয়ং কনকঞ্চ কাস্তা ।

শ্রাব্যং সদা কিং গুরুবেদবাক্যম্ ॥ ৮ ॥

শিষ্য । ভূষণ অপেক্ষা উত্তম ভূষণ কি ?

গুরু । শীলতা ।

শিষ্য । পরম-তীর্থ কি ?

গুরু । নিজ মনোবিভুতি ।

শিষ্য । কোন্ বস্তু হেয় ?

গুরু । ললনা এবং সুবর্ণ ।

শিষ্য । নিরত কি শ্রবণ করা উচিত ?

গুরু । গুরু উপদেশ এবং বেদবাক্য । ৮ ।

কে হেতবো ব্রহ্মগতেস্ত সন্তি ।

সংসঙ্গতিদান বিচারতোষাঃ ॥

কে সন্তি সন্তোহখিলবীতরাগা ।

অপাস্তমোহা শিবতত্ত্বনিষ্ঠাঃ ॥ ৯ ॥

শিষ্য । ব্রহ্মগাতের কি কি কারণ ?

গুরু । সংসঙ্গ, সঙ্গত দান, সদাসং বিচার এবং সন্তোষ ।

শিষ্য । কাহাকে সাধু বলা যায় ?

গুরু । সমস্ত বিষয়ে বাহার বীতরাগ হইয়াছে, যিনি মোহ-

দ্রুত ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনিই সাধু । ৯ ।

কো বা জ্বর প্রাণভূতাং হি চিন্তা ।

মূৰ্খোস্তি কো যন্ত বিবেকহীনঃ ॥

কার্য্যাপ্রিয়া কা শিববিমুক্তক্তিঃ ।

কিংজীবনং দোষবিবর্জিতং যৎ ॥ ১০ ॥

শিষ্য । প্রাণীগণের অর কি ?

গুরু । চিন্তা ।

শিষ্য । মূৰ্খ কে ?

গুরু । অবিবেকী ।

শিষ্য । কৰ্ত্তব্য কি ?

গুরু । শিব-বিমুক্তি ।

শিষ্য । উৎকৃষ্ট জীবন কিরূপ ?

গুরু । যাহা দোষ বিবৰ্জিত । ১০ ।

বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতি প্রদা য়া ।

বোধোহি কো যন্ত বিমুক্তি হেতুঃ ॥

কো লাভ আত্মাবগমো হি যো বৈ ।

জিতং জগৎ কেন গনো হি যেন ॥ ১১ ॥

শিষ্য । বিদ্যা কি ?

গুরু । যাহা ব্রহ্মগতিপ্রদা ।

শিষ্য । জ্ঞান কাহাকে বলে ?

গুরু । মুক্তির হেতু যাহা ।

শিষ্য । শ্রেষ্ঠ লাভ কি ?

গুরু । আত্মবোধ ।

শিষ্য । জগৎজয় করিয়াছে কে ?

গুরু । যিনি মনোজয় করিয়াছেন । ১১ ।

শূরাশ্বহাশূরতমোইস্তু কো বা ।

মনোজ বাগৈৰ্ব্যখিজেন যন্ত ॥

প্রাজ্ঞো হি ধীরশ্চ সমস্ত কো বা ।

প্রাপ্তো ন মোহোললমা কটাকৈঃ ॥ ১২ ॥

শিষ্য । শূর অপেক্ষা মহাশূর কে ?

মনিরুদ্দমালা ।

গুরু । যিনি শ্রমশয়ে ব্যথিত হন না ।

শিষ্য । প্রাজ্ঞ, ধীর এবং সমদর্শনবিশিষ্ট কে ?

গুরু । যিনি লগ্নার কটাক্ষে মোহিত হন না । ১২ ।

বিষাদ্বিষং কিং বিষয়াঃ সমস্তাঃ ।

দুঃখী সদা কো বিষয়ানুরাগী ॥

ধন্যোহস্ত কো যন্ত পরোপকারী ।

কঃ পূজনীয়ঃ শিবতত্ত্ব-নিষ্ঠঃ ॥ ১৩ ॥

শিষ্য । বিষ অপেক্ষা বিষম বিষ কি ?

গুরু । সকল প্রকার বিষয় ।

শিষ্য । সর্বদা দুঃখী কে ?

গুরু । বিষয়ানুরাগী ।

শিষ্য । ধন্য কে ?

গুরু । পরোপকারী ।

শিষ্য । পূজনীয় কে ?

গুরু । শিবতত্ত্বে যার নিষ্ঠা আছে । ১৩ ॥

সর্বাস্ববস্থাস্বপি কিস্বকার্য্যং ।

কিংবা বিধেয়ম্বিদুবা প্রযত্নাৎ ॥

স্নেহঞ্চ পাপং পঠনঞ্চ ধর্ম্মং ।

সংসার-মূলং হি কিস্বপ্তি চিন্তা ॥ ১৪ ॥

শিষ্য । সর্বাবস্থায় জ্ঞানীদিগের অকর্তব্য কি ?

গুরু । স্নেহ আর পাপ ।

শিষ্য । জ্ঞানীদিগের কর্তব্য কি ?

গুরু । বেদ বেদান্ত পাঠ ও ধর্ম কৰ্ম ।

শিষ্য । সংসারের মূল কি ?

গুরু । চিন্তা । ১৪ ।

বিজ্ঞানমহাবিজ্ঞতনোত্ত কো বা ।

নার্য্যাপিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো যঃ ॥

কা শৃঙ্খলা প্রাপভূতাং হি নারী ।

দিব্যং ব্রতং কিঞ্চ সমস্ত দৈশ্চম্ ॥ ১৫ ॥

শিষ্য । বিজ্ঞ অপেক্ষা মহাবিজ্ঞতম কে ?

গুরু । পিশাচী নারী দ্বারা যিনি বঞ্চিত হন না ।

শিষ্য । প্রাণীগণের মহাবন্ধন কি ?

গুরু । নারী ।

শিষ্য । দিব্য ব্রত কি ?

গুরু । সকলের নিকটই দীন ভাব প্রকাশ । ১৫ ।

অনুভূমঃ শক্যং চ কিমস্তি সর্বৈব ।

যৌমিন্মনো যচ্চরিতং তদীশম্ ॥

কা দুস্ত্যজা সর্ববিজ্ঞনৈর্দুরাশা ।

বিদ্যাবিহীনঃ পশুশক্তি কো বা ॥ ১৬ ॥

শিষ্য । পুরুষের পক্ষে কি জ্ঞান কঠিন ?

গুরু । নারীর মম ও চরিত্র ।

শিষ্য । জীব সহজে পরিহার করিতে পারে না কি ?

গুরু । দুরাশা ।

শিষ্য । পশু কে ?

শ্রুত । বিনি ব্রহ্ম-বিদ্যা বিহীন । ১৬ ।

বাসো ন সঙ্গঃ সহৈ কৈবল্যেয়ো ।

মুখৈশ্চ নীচৈশ্চ খলৈশ্চ পাপৈঃ ॥

মুমুকুণা কিং ছরিতস্থিধেয়ং ।

সংসঙ্গতি নিঃসঙ্গত্যা ভক্তিঃ ॥ ১৭ ॥

শিষ্য । কাহার সঙ্গ করা অবিধি ? কাহার সহিত বাস করা অবিধি ?

গুরু । মুখ, নীচ, পাপী এবং খলের সহিত বাসই অকর্তব্য ।
তাহাদের সঙ্গ পরিত্যজ্য ।

শিষ্য । মুমুকুদিগের আশু কর্তব্য কি ?

গুরু । সংসঙ্গ, নিঃসঙ্গতা এবং ঈশ্বরে ভক্তি । ১৭ ।

লঘুত্বমূলঞ্চ কিমর্থিতৈব ।

গুরুত্বমূলং যদযাচনঞ্চ ॥

জাতো হি কো যস্য পুনর্ন জন্মঃ ।

কো বা মৃতো যস্য পুনর্ন মৃত্যুঃ ॥ ১৮ ॥

শিষ্য । কিসে লঘু হওয়া যায় ?

গুরু । বাচ্চা করিলে ।

শিষ্য । মহত্বের মূল কি ?

গুরু । অযাচ্চা ।

শিষ্য । সকল জন্ম কার ?

গুরু । পুনঃ জন্ম যার হইবে না ।

শিষ্য । জীবদশায় মৃত কে ?

গুরু । আর মৃত্যু কাঁহার হইবে না । ১৮ ।

মুকোত্তি কো বা বধিরশ্চ কো বা ।

বক্তুং ন যুক্তং সময়ে সমর্থং ॥

তথ্যং সুপথ্যং ন শৃণোতি বাক্যং ।

বিশ্বাস পাত্ৰং ন কিমস্তি নারী ॥ ১৯ ॥

শিষ্য । মুক কে ?

গুরু । সত্য কথা কহিবার সময় যে সত্য কথা কয় না ।

শিষ্য । কোন্ ব্যক্তি বধির ?

গুরু । লংকথা শ্রবণে যার আস্তা নাই ।

শিষ্য । অবিশ্বাসের যোগ্য কে ?

গুরু । নারী । ১৯ ।

তত্ত্বং কিমেকং শিবমদ্বিতীয়ং ।

কিমুত্তমং সচ্চরিতং যদাস্তি ॥

তাজ্যং সুখং কিং জ্ঞীয়মেব সম্যক্ ।

দেয়ং পরং কিং ভুভয়ং সুদেব ॥ ২০ ॥

শিষ্য । দ্বিতীয় রহিত তত্ত্ব কি ?

গুরু । অদ্বিতীয় শিবতত্ত্ব ।

শিষ্য । উত্তম কি ?

গুরু । সাধুচরিত্র ।

শিষ্য । তাজ্য সুখ কি ?

গুরু । কামিনী-সঙ্গ-সুখ ।

শিষ্য । সকল দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান কি :

গুরু । অভয় । ২০ ।

শত্রোর্মহাশত্রুতমোস্তি কো বা ।

কামঃ সকোপোহনৃতলোভ তৃষ্ণাঃ ।

ন পূর্যতে কো বিষয়ে সএব ।

কিং দুঃখমূলম্ মমতাভিধানম্ ॥ ২১ ॥

শিষ্য । শত্রুগণ মধ্যে মহাশত্রু কে ?

গুরু । কাম, ক্রোধ, লোভ, অসত্য এবং আশা ।

শিষ্য । তৃপ্ত হয় না কি ?

গুরু । তৃষ্ণাতুরা কামনা ।

শিষ্য । দুঃখের কারণ কি ?

গুরু । মমতা । ২১ ।

কিং মণ্ডনং সাক্ষরতা মুখস্ত ।

সত্যঞ্চ কিং ভূতহিতং সদৈব ॥

কিং কৰ্ম্ম কৃত্বা নহি শোচনীয়ম্ ।

কামারি কংসারি সমৰ্চনাখ্যম্ ॥ ২২ ॥

শিষ্য । আশ্র শোভা কি ?

গুরু । যথার্থ কথা ।

শিষ্য । প্রাণীগণের হিতকর কি ?

গুরু । সত্য ।

শিষ্য । কি কার্য্য করিলে আক্ষেপ করিতে হয় না ?

গুরু । শিব এবং ত্রিকৃষ্ণের অৰ্চনা করিলে । ২২ ।

কস্ম্যস্তি নাশে মনসো হি মোক্ষঃ ।

ক সৰ্ব্বথা নাস্তি ভয়ং বিমুক্তৌ ॥

শম্পাং পরম্ কিং নিজমূৰ্খতৈব ।

কে কেদু্যপাস্থাঃ গুরুদেব বৃদ্ধাঃ ॥ ২৩ ॥

শিষ্য । কিসের বিনাশে মোক্ষ হয় ?

গুরু । চিত্ত চাকল্য ।

শিষ্য । কোথায় একেবারে নির্ভয় হওয়া যায় ?

গুরু । মুক্তিক্ষেত্রে ।

শিষ্য । অতিশয় দুঃখের কারণ কি ?

গুরু । নিজের মূৰ্খতা ।

শিষ্য । কোন্ কোন্ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা করা কর্তব্য ?

গুরু । গুরু ও প্রাচীন ব্যক্তির । ২৩ ।

উপস্থিতে প্রাণহরে কৃতান্তে ।

কিমাশুকার্য্যং সুধিয়া প্রযত্নাৎ ॥

বাক্‌কায়চিহ্নৈঃ সুখদং যমদ্বয়ং ।

মুরারিপাদান্বজ চিস্তনঞ্চ ॥ ২৪ ॥

শিষ্য । মৃত্যুকালে সুধিব্যক্তির কর্তব্য কি ?

গুরু । শরীর, মন এবং বাক্যের দ্বারা যমভয়বারণ সুখদ,

হরিচরণ স্মরণ করা কর্তব্য । ২৪ ।

কে দম্ভবঃ সস্তি কুবাসনাধ্যাঃ ।

কঃ শোভতে যঃ সদাসি প্রবিদ্যাঃ ॥

মাতৈব কা বা সুখদা সুবিদ্যা ।

কিমেধতে নামবশাৎ সুবিদ্যা ॥ ২৫ ॥

শিষ্য । কাহারো দম্ভ্য ?

গুরু । কুসাসনানিচয় ।

শিষ্য । সভাস্থল শোভা কার কে ?

গুরু । সঙ্ঘিধান ।

শিষ্য । জননীর ভ্রাতৃ স্বধদায়িনী কে ?

গুরু । সুবিদ্যা ।

শিষ্য । কোন্ বস্তু দান করিলেও ক্ষয় হয় না ?

গুরু । ব্রহ্মবিদ্যা । ২৫ ।

কুতো হি ভীতিঃ সততশ্চিধেয়া ।

লোকাপবাদাদ্ভবকাননাঞ্চ ॥

কোবাতিবন্ধুঃ পিতরশ্চ কো বা ।

বিপৎসহায়াঃ পরিপালকা য়ে ॥ ২৬ ॥

শিষ্য । সতত কোন্ ভয়ে ভীত হওয়া বিধি ?

গুরু । লোকনিন্দা এবং সংসারারণ্যের শোক, দুঃখ, জন্ম,

মরণ প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুগণকে ভয় করিবে ।

শিষ্য । পরম সুহৃদ কে ?

গুরু । যিনি বিপদকালে সাহায্য করেন ।

শিষ্য । পিতা কে ?

গুরু । প্রতিপালক । ২৬ ।

বুদ্ধা ন বোধ্যঃ পরিশিষ্যতে কিং ।

শিব প্রসাদঃ স্তূথ বোধ রূপম্ ॥

জ্ঞাতে তু কস্মিন্ বিদিতং জগৎস্রাৎ ।

সর্বাত্মকে ব্রহ্মানি পূর্ণরূপে ॥ ২৭ ॥

শিষ্য । কোন বোধ হইলে অন্তবোধের আবশ্যক হয় না ?

গুরু । শিবের প্রসন্নতারূপ দিব্যমুখ বোধ হইলে ।

শিষ্য । কাহাকে জানিতে পারিলে, জগৎ সম্বন্ধীয় কিছুই অগোচর থাকে না ?

গুরু । সৰ্ব্বাশ্মা পূর্ণব্রহ্মকে জানিতে পারিলে । ২৭ ।

কিং দুর্লভং সদগুরুরস্তি লোকে ।

সৎসঙ্গতি ব্রহ্ম বিচারনা চ ॥

ত্যাগো হি সৰ্ব্বশ্চ শিবাত্মবোধঃ ।

কো দুর্জয়ঃ সৰ্ব্ব জনৈশ্চনোজঃ ॥ ২৮ ॥

শিষ্য । দুর্লভ কি ?

গুরু । সৎগুরু, সাধুসঙ্গ ও ব্রহ্মবিচারনা ।

শিষ্য । সৰ্ব্ব ত্যাগের হেতু কি ?

গুরু । স্বয়ং শিব এই বোধ ।

শিষ্য । দুর্জয় কি ?

গুরু । কাম । ২৮ ।

পশোঃ পশুঃ কো ন করোতি ধৰ্ম্মং ।

প্রাচীনশাস্ত্রোহপি ন চাত্মবোধঃ ॥

কিন্তুদ্বিষস্তাতি সুধাপমং স্ত্রী ।

কে শত্রবো মিত্রবদাত্মজাদ্যাঃ ॥ ২৯ ॥

শিষ্য । পশু অপেক্ষা মহাপশু কে ?

গুরু । যে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান হয় নাই, অথচ যে প্রাচীন শাস্ত্রমতে ধৰ্ম্মানুষ্ঠানও করে না ।

শিষ্য । কোন বিষ অমৃত তুল্য বোধ হয় ?

গুরু। রমণী।

শিষ্য। মিত্রবৎ শত্রু কে?

গুরু। পুত্র কণ্ঠা জায়া প্রভৃতি। ২৯।

বিদ্যুচ্চলং কিং ধন যৌবনায়ু—

দানং পরং কিং চ সুপাত্রদত্তম্ ॥

কণ্ঠং গঠৈরপ্যসুভিন্কার্য্যং ॥

কিং, কিং বিধেয়ং মলিনং শিবার্চা ॥ ৩০ ॥

শিষ্য। চপলার তায় ক্ষণস্থায়ী কি?

গুরু। ধন, যৌবন এবং জীবন।

শিষ্য। সর্ব দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান কি?

গুরু। সুপাত্রে দান।

শিষ্য। কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও অকর্তব্য কি?

গুরু। অধর্ম যাতে হয় এমন অশুষ্ঠান।

শিষ্য। পাপী ব্যক্তির কর্তব্য কি?

গুরু। পতিতপাবন বিশ্বনাথের আরাধনা। ৩০।

অহর্নিশং কিং পরিচিস্তনীয়ং।

সংসারমিথ্যাত্ম শিবাত্মতত্ত্বম্ ॥

কিং কর্ম যং প্রীতিকরং মুরারেঃ।

জ্ঞান্হা ন কার্য্য্য সততং ভবাত্তৌ ॥ ৩১ ॥

শিষ্য। অহর্নিশ ধ্যেয় কি?

গুরু। সংসার অসত্য, শিবাত্মজ্ঞান সত্য।

শিষ্য। উত্তম কর্ম কি?

৩১ । বাহাতে প্রীতক প্রসন্ন হন ।

শিষ্য । কিসের প্রতি সর্বদা অনুগ্রহ বইলে মঙ্গল ?

৩২ । অনিত্য সংসারে । ৩১ ।

কণ্ঠং গতা বা শ্রবণং গতা বা ।

প্রব্রোত্তরখ্যা মণিরত্নমালা ॥

তনোভু মোদং বিদুষাং হরম্যং ।

রমেশ গৌরীশ কথৈব সদ্যঃ ॥ ৩২ ॥

সমাপ্তম্ ।

সখিদ্যা ভূষিত হৃদিগণ বেক্সপ শিবনারায়ণের গুণানুকীর্ণন
প্ররূপে আমোদিত হন, তজ্জপ তাঁহারা এই প্রব্রোত্তরখ্যা মণিরত্ন-
মালা পাঠ কিম্বা শ্রবণ করিলেও সুখানুভব করেন । ৩২ ।

মণিরত্নমালা সম্পূর্ণ ।

११३ ३५ ५५५